

॥ শ্রীগুরু-গৌরার্ঙ্গো জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ



শ্রীবাদরায়ণি উবাচ ।

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্ঠো বৃষভাসুরঃ ।

মহীং মহাককুংকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিঙ্কতায় ॥ ১ ॥

১। অন্নয়ঃ শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—অথ (অনন্তরং) তর্হি (তদা) মহাককুংকায়ঃ (অত্যাচ্চ পৃষ্ঠাগ্র-
শিখা যত্র তথাভূতঃ কায়ঃ যস্য সং) অরিষ্ঠঃ বৃষভাসুরঃ খুরবিঙ্কতাং মহীং কম্পয়ন্ গোষ্ঠং [আগত] ।

১। মূল্যাবুবাদঃ—শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ ! অতঃপর বিশাল ঝুটিওয়ালা
শরীরধারী অরিষ্টনামক বৃষাসুর পৃথিবীকে খুরে ছিন্নভিন্ন ও কম্পিত করে দিতে দিতে গোষ্ঠের নিকট
এসে উপস্থিত হল ।

১। অর্জীব বৈ° তো° টীকাঃ অথেতি সাক্ষ্যকম্ । তর্হীতি পূর্বোক্তপ্রকারেণ যদা শ্রীকৃষ্ণে
গোষ্ঠমাগতস্তাদানীং প্রদোষ ইত্যর্থঃ । তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—‘প্রদোষাদ্বে’ কদাচিত্তু রাসাসক্তে
জনাদর্শনে । ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্ঠঃ সমুপাগতঃ ॥’ ইতি । এবং প্রায়ঃ শ্রীহরিবংশেইপি ইতি
নিত্যমেব তাভিলীলাগানলরূপরাণামহাং কশ্যচিদন্ত্যস্ত প্রদোষে তৎপূর্বত এব ভোজনাদিকং বিধায় রাসার্থং
শয়াগৃহান্নির্গত্য গোষ্ঠাধ্বহির্নির্গতে শ্রীভগবতীতি জ্ঞেয়ম্ । অতো ব্রজস্য পরমোৎসব ইতি সামান্যত
এব তৈর্ব্যাখ্যাতং গোষ্ঠমিতি গোষ্ঠনিকটমিত্যর্থঃ । খুরবিঙ্কতামিত্যাদিকং যুদ্ধোত্তমহামত্ত্ববৃষভস্য স্বাভাবিক-
মেব, তত্র খুরবিঙ্কতামিতি শৌল্যাদি স্বভাবেন খুরপাতৈরেব ॥ জী° ১ ॥

১। অর্জীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ অথ ইতি ২৩ শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা । তর্হি—তদা ।
৩৫ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, সেই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে (ঘরে গোশালায়) ফিরে
এলেন ‘তদা’ তখন সন্ধ্যা । এ রূপই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—‘কদাচিত্তু সন্ধ্যাবেলায় কৃষ্ণ রাসা-

বহুমাণঃ খরতরং পদাচ্চ বিলিখন্ মহীম্ ।

উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রাণ চোদ্ধরন্ ।

কিঞ্চিং কিঞ্চিং শকৃৎশ্লথং যুত্রয়ংস্তকালোচনঃ ॥ ২ ॥

২। অন্বয়ঃ [সঃ] খরতরং বহুমাণঃ (বৃষজাতি শব্দং কুব্ধং) পদামহীং বিলিখন্ (বিদারয়ন্) চ পুচ্ছং উদ্যম্য উদ্ধরং কৃতা) বিষাণাগ্রাণ (শৃঙ্গাগ্রভাগেন) বপ্রাণি (প্রাচীর তটানি) উদ্ধরন্, উৎক্ষিপন্) চ কিঞ্চিং কিঞ্চিং শকৃৎ (পুরীষং) মুঞ্চন্ যুত্রয়ন্ স্তকালোচনঃ (অনিমেষে লোচনে যন্ত তথাভূত সন্) গোষ্ঠঃ [আগত]।

২। মূলানুবাদঃ সেই অস্তুর অতি কর্কশভাবে গর্জন করতে করতে পায় মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে লাঙ্গুল উর্ধ্বে উঠিয়ে প্রাচীরের উপরস্থ সমতলভূমি শিং-এর আগা দিয়ে খুঁড়ে উঠিয়ে ছুঁড়ে দিতে দিতে অপলক নয়নে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করতে লগল।

সক্ত হলে অরিষ্টাসুর ত্রাস সৃষ্টি করতে করতে সদন্তে গোষ্ঠে সমাগত হল।” এইরূপই প্রায় শ্রীহরিবংশেও আছে। নিতাই গোপীদের লীলাগানে দিবাভাগ মুখরিত থাকে। এমনি দিনের কোনও এক সন্ধ্যার পূর্বেই ভোজনাদি সমাধান করে নিলেন কৃষ্ণ। অতঃপর রাসের জন্ত শয্যাগৃহ থেকে বের হয়ে গোষ্ঠের বাইরে চলে গেলেন—উল্লিখিত এই প্রসঙ্গটাই শ্রীস্বামিপাদ তাঁর টীকায় সংক্ষেপে বলেছেন, ‘ব্রজের পরমোৎসব উপস্থিত হলে।’

[অথ—অনন্তর অরিষ্ঠের আগমন যা রাসের বিরুদ্ধ ভিন্ন প্রকরণ, তা আরম্ভ করতে গিয়ে ‘অথ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। —শ্রীস্বামিপদ] গোষ্ঠম্ - গোষ্ঠ নিকটে। ধুববিক্ষতান্, ইত্যাদি - পৃথিবীকে ঘুরে বিদীর্ণ ও কম্পিত করতে করতে—যুদ্ধোদ্যত মহামত্ত ষাঁড়ের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক, এখানে বিশাল ভারী শরীরের স্বভাবে বিদারণাদি খুরপাতেই হয়ে যাচ্ছিল ॥ জী ১ ॥

১। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ

যটত্রিশে নিহতেইরিষ্টে পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।

জ্ঞাত্বা কংসো নারদাভৌ বদ্ধাত্মকং সমাদিশং ॥

তর্হীত্যস্ত যৎপদসাপেক্ষত্বাৎ প্রদোষে যদা কৃষ্ণো রাসার্থমুত্তেইভূদিতি বিষ্ণুপরাণবাক্যাদৃষ্টা শেষো জ্ঞেয়ঃ। তচ্চ বাক্যং যথা। “প্রদোষার্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনাৰ্দ্দনে। ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠ-মরিষ্ঠঃ সমুপাগত” ইতি। অতএব রাসবিরুদ্ধার্থান্তরাদিকারার্থমথশব্দঃ। মহদভ্যুচ্চং ককৃৎ পৃষ্ঠাগ্রশিখা যত্র তথাভূতঃ কায়ো যন্ত সঃ খুরৈর্বিদারিতাং মহীং কম্পয়ন্ ॥ বি° ১ ॥

১। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদঃ ছত্রিশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে— অরিষ্টাসুর নিহত হলে শ্রীনারদের মুখে এই সংবাদ শুনে কংস রামকৃষ্ণের পিতামাতা বহুদেব দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করত অতুরকে আদেশ করল ব্রজে যাওয়ার জন্য।

যস্য নিহাদিতেনাপি নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্ ।

পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ শ্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥ ৩ ॥

নির্বিশন্তি ঘন। যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া ।

তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যা গোপাশ্চ তত্রসু ॥ ৪ ॥

৩-৪। অশ্বয়ঃ [হে] অঙ্গ যস্য নিষ্ঠুরেণ নিহাদিতেন (গর্জিতেন ভয়েন গবাং নৃণাং [চ] গর্ভাঃ অকালতঃ শ্রবন্তি স্ম বৈ (অপি চ) ঘনাঃ (মেঘা) অচলশঙ্কয়া (পর্বতভ্রান্তয়া) যস্য ককুদি (ককুৎ প্রদেশে) নির্বিশন্তি, গোপাঃ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গং তম্ উদবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা তত্রসুঃ) ভীতাঃ বভূবুঃ ।

৩-৪। মূলানুবাদঃ অরিষ্ট যে ভয়ঙ্কর তাই বলা হচ্ছে যস্ত ইতি ২ই শ্লোকে—

হে রাজন্ যে অরিষ্টের ভয়ঙ্কর বজ্রপাত তুল্য শব্দের ভয়ে অকালে গাভী ও গ্নীগণের গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছিল,

আর মেঘমালা পর্বত মনে করে যার বুঁটির অন্তরালে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, সেই তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট অরিষ্টাসুরকে উদ্বীক্ষণে নিরীক্ষণ করে গোপ গোপীগণ অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন ।

তর্জি—তদা । এই ‘তদা’ পদের ‘যদা’ পদের অপেক্ষা থাকায় ব্যাখ্যায় ‘যদা’ পদ আনতে হবে—যদা অর্থাৎ যখন সন্ধ্যাবেলায় কৃষ্ণ রসলীলায় প্রবৃত্ত হলেন ‘তদা’ (অরিষ্ট এল) । বিষ্ণুপুরাণ দৃষ্টে প্রদোষ অর্থাৎ সন্ধ্যা বাক্যটি পাওয়া যায়, যথা—“সন্ধ্যাবেলায় কোন একদিন কৃষ্ণ রসাসক্ত হলে অরিষ্টাসুর ত্রাস সঞ্চার করতে করতে সন্ধ্যা গোষ্ঠে সমাগত হল ।” অথ—অতএব রাসবিরুদ্ধ ভিন্ন প্রকরণ আরম্ভে ‘অথ’ শব্দ । মহাককুৎ—বিশাল বুটিওয়ালা শরীরধারী অরিষ্ট নামক বৃষভাসুর । ধুরবিক্রতায়—ধুরবিদারিতা পৃথিবীকে কাঁপাতে কাঁপাতে ॥ বি° ১ ॥

২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ বিদারণাৎ । মহী পদা বিলিখনিতি চ মন্তয়া যুদ্ধোত্তমেন । অতীতঃ ॥ জী° ২ ॥

২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ মহাককুৎকায়ঃ—স্থলকায় প্রভৃতি স্বভাবে খুর ফেলাতেই মাটি বিদারণ হেতু বলা হল ‘মহাককুৎকায়’ । পদা বিলিখন্,—পায়ের দ্বারাও মাটি খুঁরে তছনছ করে দিলো যুদ্ধোত্তম-মন্তয়া ॥ জী° ২ ॥

২। শ্রীবিষ্মবাত্র টীকাঃ খরতরং যথাস্থানতথা বিলিখন্চ । রম্ভ্যমাণঃ বৃষভজাতিশব্দং কুব্জং বপ্রাণি প্রাচীরতটানি শকুং পুরীষম্ ॥ বি° ২ ॥

২। শ্রীবিষ্মবাত্র টীকানুবাদঃ খরতরং রম্ভ্যমাণঃ—অতি কর্কশভাবে গর্জন করতে করতে পদাবিলিখন্, পায় ভূমি আঁচড়াতে আঁচড়াতে । বপ্রাণি—প্রাচীরের উপরস্থ সমতলভূমি শি-এর আগা দিয়ে উদ্ধরণ, —খুঁড়ে উঠিয়ে ছুঁড়ে দিতে দিতে । শকুং—বিষ্ঠা ম্লগ্গণ, ত্যাগ করতে করতে । বি° ২ ॥

৩-৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা :

ভয়ানকহুমবাহ—যস্যেতি সাক্ষিভয়কেন। নিহ্নাদিতেন বজ্রনিষ্পেষবদ্ধ্বনি। অঙ্গতি—সভয়মিব
সম্বোধনং, স্ম প্রসিক্তৌ, বৈ নিশ্চয়ে ॥ * মহতি স্মৃতিং স্ত্রোত্র্যং দর্শয়তি নির্বিশস্তীতি, অচলে ককুদি চ
প্রবেশে বুদ্ধিপূর্বকহুংপ্রেক্তত এব, অচেতনত্বাৎ। উভয়ত্র ঘনপথ-পর্যাস্তোচ্ছায়স্ত বিবক্ষিত ইতি বিশেষশচাঃ
শ্রীপরাশরেনোক্তঃ—‘সতোয়তোয়দছায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোহর্কলোচনঃ। লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বায়ৌষ্ঠৌ পুনঃ
পুনঃ ॥ সংরস্তাবিকলাঙ্গুলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ। উদগ্রককুদাভোগঃ প্রমাণাদ্দুরতিক্রমঃ ॥ বিন্মুত্রালিপ্ত-
সর্বান্ধো গবামুদ্বেককারকঃ। প্রলম্বকণ্ঠোহিতিমুখস্তুরঘাতাক্ষিতাননঃ। সূদয়ন্তাপসানুগ্রো বনাতটতি যঃ
সদা ॥’ ইতি। উং উচ্চৈর্বাঙ্ক্যাত্মকতর মহাকায়ত্বাৎ। অপ্যর্থ চকারঃ, কিং ব্যক্তব্যং স্ত্রীষভাবাদেগোপ্য
ইতি গোপা অপি, তত্রস্থঃ পশবো ভীতাঃ, তস্য স্মৃষ্টত্বাৎ। তচ্ছোক্তং শ্রীবৈশম্পায়েনেন—‘যুদ্ধসজ্জ-
বিষাণাগ্রো দ্বিষব্ধভসূদনঃ। অরিষ্টো নাম হি গবামরিষ্টো দারুণাকৃতিঃ ॥ দৈত্যো বৃষভরূপেণ গোকুলং
পরিধাবতি। পাতয়ানো গবাং গর্ভান্ ধুষ্ঠো গচ্ছতনাত্তবম্ ॥ ভগ্নমানশ্চ চপলো গোষ্ঠং সংপ্রচচার হ।
শৃঙ্গপ্রহরণো রৌদ্রঃ প্রহরন্ গোষু ছুর্য়দঃ। গোষ্ঠে তু ন রতিং লেভে বিনা যুদ্ধেন গোবৃষঃ ॥’ ইত্যাদি।
এতাবস্তং কালমত্ৰানাগমনং তু কংসানুঘমতৈব ইতি লক্ষ্যতে। ॥ জী° ৩-৪ ॥

৩-৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ অরিষ্ট যে ভয়ঙ্কর, তাই বলা হচ্ছে, যস্য ইতি
২ই শ্লোকে—নিহ্নাদিতেন—বজ্রপাতের মতো শব্দ দ্বারা। হে অঙ্গ—যেন ভয় পেয়ে রাজা পরীক্ষিতকে
ডেকে উঠছেন ‘হে অঙ্গ’ বলে। স্ম—প্রসিক্তিতে বৈ—নিশ্চয়ে।

এক শ্লোকে ‘মহা’ শব্দে ঐ ষাঁড়ের পীঠের ঝুঁটির যে স্থূলতা বলা হল, তা যে কি বিশাল
তাই এখানে দেখান হচ্ছে—‘নির্বিশস্তি ঘনা’ মেঘমালা পর্বতত্রেমে ঐ ষাঁড়ের ঝুঁটি অবলম্বনে দাঁড়িয়ে
যাচ্ছিল, মেঘ ও পর্বত অচেতন হওয়া হেতু ‘এই দাঁড়িয়ে গেল’ বাক্যে মেঘে বুদ্ধির আরোপ করা
হল, ইহা উৎপ্রেক্ষা মাত্রই। ঝুঁটি ও পর্বত উভয়ই মেঘ-পথ পর্যন্ত উদ্বেগিত, ইহাই বক্তব্য এখানে।

আর যা কিছু বিশেষ, তা শ্রীপরাশর বলেছেন—“সজ্জল মেঘবর্ণ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, সূর্যসমদীপ্তলোচন
সেই অরিষ্ট জিহ্বা দ্বারা জোরে জোরে বারবার ওষ্ঠদ্বয় লেহন করছে। সদর্পে লাঙ্গুল ঘুরাচ্ছে।
স্কন্ধ-বাঁধুনি শব্দ, পিঠের ঝুঁটি অতি উচ্চ ও বিশাল হওয়া তেতু ছল্‌চ্ছ। সারা শরীর বিষ্ঠামূত্রে
লেপটানো। গো-দের উদ্বেগ কারক। মেঘের মত গস্তীর কণ্ঠ। মুখ-গহ্বর মস্ত। বৃক্ষের সঙ্গে
ঘর্ষণে দাগে দাগে ভরা মুখমণ্ডল। শান্ত মুনিদের হিংসা করতে করতে সদা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।” উদ্বীক্শ্য—
উদ্বীক্শ্যে গোপ-গোপীগণ ঐ অস্তুরকে দেখলেন—অরিষ্ট অতি উচ্চ মহাকায় হওয়া হেতু। ‘অপি’
অর্থে চ কার। গোপগণও ভয় পেলেন, স্ত্রীষভাব গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে। সেখানকার
পশুগণও ভয় পেল—অরিষ্ট অতিগর ছুঁই হওয়া হেতু। এসম্বন্ধে শ্রীবৈশম্পায়ন বলেছেন “যুদ্ধের
জন্ত প্রস্তুত চোখা শিং যুক্ত ষাঁড়ের-দেহকারী দারুণাকৃতি গো-দের শত্রু অরিষ্ট নামক ধুষ্ট দৈত্য ষাঁড়ের
রূপ ধরে গোকুলে ধেয়ে এল—গো-দের গর্ভপাত করতে করতে ও ঋতুমতি না হওয়া গো-দের

পশবো দুঃস্বভাবীভা রাজব, সন্ত্যজ্য গোকুলম্ ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণতি তে সর্বে গোবিন্দঃ শরণং যযুঃ ॥ ৫ ॥

ভগবানপি তদীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিভ্রতম্ ।

মা ভীষ্টেতি গিরাস্থাস্য বৃষাস্থরম্মপাহ্রয়ং ॥ ৬ ॥

৫। অন্নয়ঃ : হে রাজন্! পশবঃ ভীতাঃ [সন্ত্যঃ] গোকুলং গোষ্ঠং সন্ত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) দুঃস্বভাবুঃ (পলায়িতাঃ) [অথ] তে সর্বে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি [বদন্তঃ] শরণং যযুঃ ।

৬। অন্নয়ঃ : ভগবান্ অপি তংগোকুলং ভয়বিভ্রতম্ । (ভয়েন প্রাক্ ইতস্তত বেগেন গতং) তংগোকুলং (স্বপাল্যমান গোকুলং) বীক্ষ্য মাইভষ্ট ইতি গিরা (বাক্যেন) আস্থাস্থ বৃষাস্থরং উপাহ্রয়ং (উপ স্বসমীপে গোষ্ঠাদ্ দূর এব আজুহাব)

৫। মূল্যাবুবাদঃ : হে রাজন্! পশুগণ ভীত হয়ে গোশালা একেবারে ত্যাগ করত ছুটে দূরে পালিয়ে গেল। গোপ-গোপী ও পশুরা সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকতে ডাকতে গোবিন্দের শরণাগত হল। এইরূপে তাঁদের যা করার ছিল করলেন।

৬। মূল্যাবুবাদঃ : তখন শ্রীভগবানও স্বপাল্যমান গোকুলবাসিদের ভয়বিহ্বল দেখে 'ভয় করো না' বাক্যে আশ্বস্ত করত সেই বৃষাস্থরকে গোশালা থেকে দূরে নিজ নিকটে আহ্বান করলেন।

উপর বলাংকার করতে করতে। সব কিছু ভাঙ্গ-চুর করতে করতে সেই চপল গোষ্ঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শিং-এর গুঁতা গুঁতিতে ভীষণ—গো-দের গুঁতা দিতে দুর্ধর্ষ। গোষ্ঠে এসে গো-বৃষের সহিত যুদ্ধবিনাও সন্তোষ পায় না ঐ অস্থর।" কংসের অনুমতি না হওয়াই এতদিন এর ব্রজে না আসার কারণ, এরূপ বুঝা যায়। জী'৩৪ ॥

৩-৪। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : নিহাদিতেন শব্দেন। অবন্তি পতন্তীতি "আচতুর্থাং ভবেং শ্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়ো'রিতি স্মৃতিঃ ॥ বি'৩-৪ ॥

৩-৪। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ : নিহাদিতেন— শব্দে। অবন্তি পতন্তি ইতি— চতুর্থ মাসের মধ্যে গভ'পাত হলে তাকে গভ'শ্রাব বলে, আর পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে গভ'পাত হলে তাকে গভ'পাত বলে। —স্মৃতিঃ। বি'৩-৪ ॥

৫-৬। শ্রীজীব বৈ' তো টীকা : — গোকুলং ব্রজ' সংত্যজ্যেতি প্রদোষে বাচ্যমত্যাঙ্গাস্থাপি ব্রজস্থ ত্যাগেন মহাভীতঃ, তেন দূরে দ্রবণং চ স্মৃতিম্। অতএব হে রাজমিতি বিস্ময়েন তাদৃশভাবোদয়ান্তয়েনৈব বা। কৃষ্ণেত্যর্কিকং, ততো গোবিন্দং শ্রীগোকুলেন্দ্রতয়াভিযুক্তং তমেব শরণং যযুঃ। কোলাহলশ্রবণেন শ্রীগোবর্দ্ধনরাসস্থলাদভিমুখময়ান্তং শরণতয়োপসেহুঃ। অন্যত্বেঃ। যদ্বা, কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যেতন্মাত্রমেব ক্রোশন্তঃ ব্রহ্মহৃদ্রফেত্যাগতোক্তাবশন্তেঃ। ইথন্তে নিজকৃত্যং চক্ৰুঃ।

সপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতঃকিমসত্তম ।

ময়ি শাস্তরি দুষ্টাণাং তুষ্টিদ্বাণাং দুরাহ্বানাম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যাক্ষাট্যাচ্যুতোহরিষ্ঠং তলশব্দেন কোপয়ন্ ।

সধ্বারংশ ভুজাভাগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ৮ ॥

৭। অন্নয়ঃ [হে] অসত্তম (দুষ্টাগ্রগণ্য) মন্দ অন্নবুদ্ধে, তদবিধানাং দুরাহ্বানাং দুষ্টানাম্, শাস্তরি ময়ি [বর্তমানে সতি] গোপালৈঃ (গোপালকৈঃ সহ বর্তমানৈঃ) পশুভিঃ ত্রাসিতৈঃ (ভীতৈঃ তান্ ভীষয়িত্ব ইত্যর্থঃ) কিং (তব কিং ফলং ভবতি) ।

৮। অন্নয়ঃ অচ্যুতঃ (তৎস্থানাং অবিচলিতঃ) হরিঃ ইতি (ইখং আহ্বায়ন্) আক্ষাট্যা (করতলেন বাহুম আহত্যা) তল শব্দেন (তেন হস্ততল শব্দেন) [তং] অরিষ্ঠং কোপয়ন্ সখ্যাঃ অংশে ভুজাভাগঃ (ভুজ এব 'আভাগ' সর্পদেহ তং) প্রসার্য্য অবস্থিতঃ [ভবতি ইতি শেষ] ।

৭। মূল্যাবুদাদঃ হে দুষ্টাগ্রগণ্য, রে মূঢ়, তোর তুল্য দুরাহ্বা দুষ্টিদের শাস্তি দাতা আমি বর্তমান থাকতে সপালক পশুগণকে ভয় দেখিয়ে কি করতে পারিস ?

৮। মূল্যাবুদাদঃ স্বস্থানে অবিচলিত হরি এইরূপে আহ্বান পূর্বক ডান করতল দ্বারা বামবাহুযুগ্মে চাপড় মেরে সেই শব্দে নিজ বীরত্ব প্রকাশ করত সেই অরিষ্টকে রাগিয়ে দিয়ে সখার কাঁধে সর্পদেহবৎ বাহু বিস্তার করে দিয়ে তাচ্ছিল্যের ভাবে দাঁড়ালেন ।

শ্রীগোবিন্দোইপি নিজকৃত্যং চকারেত্যাহ—ভগবানপীতি । অথেনি পাঠে অরিষ্ঠাগমনানন্তরমেব বা । তং স্বপাল্যমানং গোকুলং তত্রত্যাম্ সর্বানবেত্যর্থঃ । বৃষরূপমস্তুরমিতি তং তাদৃশং জ্ঞাত্বৈত্যর্থঃ । অত উপ স্বসমীপে গোষ্ঠাদ্ৰ এবাহ্বয়ং । তত্র যুদ্ধোপদ্রববঞ্চনাত্মমতএব বিবেশ গোষ্ঠম্ ইতিবক্ষ্যতে ॥ জী°৫-৬ ॥

৫। শ্রীজীব বৈ° তেঃ টীকাবুদাদঃ গোকুলং—ব্রজ অর্থাৎ গোশালা সংত্যাগ্য—সমাক্ প্রকারে ত্যাগ করত । —সন্ধ্যাকালে একেবারেই ত্যাগের অযোগ্য হলেও এই গোশালার ত্যাগে গো সকলের মহাভীতি বুঝা যাচ্ছে । আরও এর দ্বারা ছুটে দূরে পলায়ন সূচিত হচ্ছে । অতএব শ্রীশুকদেবও বিস্ময়ে বা তাদৃশ ভাবোদয়ে ভয়ে 'হে রাজন' বলে শ্রীপরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন । সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি—ডাকলেন । ডাকার বেলায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ডাকলেন, আর শরণ নেওয়ার বেলায় 'গোবিন্দ' বললেন কেন ? এরই উত্তরে । গোকুল ও গো-সমূহের পালন কর্তারূপে অভিষিক্ত কৃষ্ণের গোবিন্দ নামেই প্রসিদ্ধ, তাই পালন ব্যাপারে ঐ গোবিন্দ নামেরই ক্ষুণ্ণি হল শ্রীশুকদেবের । [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ মূলে 'সর্বে' শব্দ থাকায় বুঝা যায় যে, পশুরাও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডেকেছিল । পশুরাও যে কথা বলে তা সুরভিগমনে পাওয়া যায়, যথা 'স্বসন্তানৈরুপামস্ত্যোতি' শরণং যন্ম কোলাহল শুনে শ্রীগোবর্ধনের রাসস্থলী থেকে রক্ষাকর্তারূপে ব্রজের দিকে আগমন পর গোবিন্দের নিকটে সকলে গেলেন । [শ্রীধর—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ! রক্ষা কর, এইরূপ বলতে বলতে গোবিন্দের শরণাগত হলেন ।]

অথবা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইটুকু মাত্রই চিৎকার করলেন — ত্রস্ততাবশতঃ ‘রক্ষা কর’ ইত্যাদি অন্য কিছু বলতে পারলেন না। এইরূপে সংক্ষেপে তাঁরা সকলে নিজেদের কৃত্য করলেন। জী° ৫ ॥

৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ ভগবানপি - [পূর্ব শ্লোকের সহিত অস্বয়] শ্রীগোবিন্দও নিজ কৃত্য করলেন। ‘অপি’ স্থানে ‘অথ’ পাঠও দেখা যায়। —এই পাঠে ‘অথ’, অরিষ্ট-আগমনের পরেই। তৎ—স্বপাল্যমান। গোকুলং - গোকুলের সকলকেই। দ্ব্যাস্মন্নম্, এ একটি বৃষরূপধারী অসুর, একরূপ জেনে। অতএব উপাহ্বয়ং—‘উপ’ নিজের নিকটে, গোষ্ঠের বাইরে দূরে ডেকে নিলেন, — যুদ্ধে উপদ্রব যাতে গোষ্ঠকে স্পর্শ না করে সেই জন্য—তাই ১৫ শ্লোকে বলা হল অসুরকে নিহত করে কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। জী° ৬ ॥

৭৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ আহ্বানপ্রকারমাহ—সপালৈরিতি বুদ্ধিবলান্বিত্যাহ্বাসে পালানাং গোঁগত্বং, তদৈপরীত্যাং পশ্নানাং মুখ্যত্বমিতি তথোক্তম্। গোপালৈরিতি পাঠঃ কচিং। মন্দ অল্পবুদ্ধি, পশ্নানাং ত্রাসনাং। ত্রাসিতৈঃ কিং স্তাদপি তু ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। কুতস্তদাহ—মরীতি শাস্তির দণ্ডয়িতরি সতি। পাঠান্তরে যতো বলদর্পহাহং, দুষ্টানাং দুষ্টকর্মণাং, দুর্ভাবানাং দুষ্টভাবানাম্। অধুনৈব ময়া হ্রয়ি হতে সর্ব্ব এবৈতে নির্ভয়া ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ। তদ্বিধানামিতি —হং শাসনীয় ইতি কিং বক্তব্যং, তদ্বদুষ্টহানুকারকা অপি শাসনীয়া ইত্যর্থঃ। নহু বৃষরূপোহিহং কথং শাসনীয় ইতি চেত্তত্রাহ—অসত্ত্বমিতি, তত্ত্বতো দুষ্টদৈত্য এব ত্বমসীত্যর্থঃ।

সখ্যুঃ শ্রীদামোহংসে ভুজৈব ভোগঃ স্ত্ববৃত্তত্বপৃথুহায়তত্বাদিনাহিদেহস্তং, প্রসার্যোতি সাবজ্ঞত্বং দর্শিতম্। সখ্যুরিতি তস্তাপি তাদৃশত্বদর্শনায় ভাববিশেষণ তৎসখ্যভাগ্যাভিনন্দনায় চ। অতীতৈঃ। তত্রাহ্যত ইতি তৎস্থানাদবিচলনাভিপ্রায়েণ, তথা চ শ্রীবৈশম্পায়নঃ। —‘তস্যাং স্থানান্ বাচলং কৃষ্ণো গিরিরিবাচলঃ’ ইতি। শ্রীপরাশরশচ—‘ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিতলীলয়া’ ইতি। হরিরিতি তাদৃশাবস্থানেন মনোহরণাং। জী° ৭-৮ ॥

৭-৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ অসুরকে সম্বোধনের রীতি বলা হচ্ছে—সপালৈঃ ইত্যাদি শ্লোকে। হে অসত্ত্বম্, হে অল্পবুদ্ধি! সপালৈ ইত্যাদি—রাখালদের সহিত পশুদের ভয় দেখিয়ে কি করতে পারিস্—পশুদের থেকে রাখালদের বুদ্ধি অধিক, তাই ভয় বিষয়ে রাখালদের গোঁগত্ব, এর বিপরীত অল্পবুদ্ধি পশুদের মুখ্যত্ব—বলাও হয়েছে সেই ভাবেই রাখাল সহ পশুদিগকে। কোথাও কোথাও ‘গোপালৈঃ’ পাঠও আছে। মন্দ—হে অল্পবুদ্ধি! পশুদের ত্রাস জন্মানো অল্পবুদ্ধি জনেরই কাজ। ত্রাসিতৈঃ কিং—ভয় দেখিয়ে হবেটা কি? কিছুই হবে না। —কেন একথা বলছ? এরই উত্তরে, ময়ি শাস্ত্রি—দণ্ডদাতা আমি বিচ্যমান থাকতে কি করতে পারিস? এর পাঠান্তর ‘বলদর্পহাহং’। দুষ্টানাং—দুষ্টকর্মীদের। দুর্ভাবানাম্,—দুষ্টভাব জনদের। এখানে কথার ভাব হল, এখন আমি তোকে বধ করলে এই গোকুলের সকলেই নির্ভয় হতে পারবে। তুই যে শাসন যোগ্য, এতে আর বলবার কি আছে—তদ্বিধানাং—সেইরূপ দুষ্টত্ব অনুকারক জনরাও শাসন যোগ্য, একরূপ অর্থ। আচ্ছা, ভাল তো ভাল, বৃষরূপধারী আমি কি করে শাসনযোগ্য হতে পারি?

সোহপ্যাবৎ কোপিতোহরিষ্টঃ ধ্বংসাবনিম্বল্লিখৎ ।

উদ্যৎপুচ্ছভ্রমস্নেঘঃ ক্লৃদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

৯। অন্নয়ঃ : এবং কোপিতঃ সঃ অরিষ্টঃ অপি খুরেণ অবনিং উল্লিখন্ (উৎক্ষিপন্)
উদ্যৎপুচ্ছ ভ্রমস্নেঘঃ (উর্ধ্বং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তঃ মেঘাঃ যস্মাৎ সঃ) ক্লৃদ্ধঃ (সন্) কৃষ্ণং উপাদ্রবৎ
(তং প্রতি বেগেনাগমৎ)

৯। মূলানুবাদঃ : কৃষ্ণের এইরূপ হাব-ভাবে কুপিত সেই অরিষ্ট, খুরদ্বারা ভূমি উর্ধ্বে
ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে ও উর্ধ্বগত পুচ্ছের স্পর্শে মেঘমালাকে বিঘূর্ণিত করতে করতে কৃষ্ণের দিকে
ছুটে গেল।

এরূপ কথার আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, অসন্তম্— অহো, শরীরে বৃষ হলেও তত্ত্বতো তুই তো একটা ছুঁষ্ট দৈত্য।
সখ্যঃ— শ্রীদামের অংসে— কাঁধে ভুজাভাগঃ— ভুজই ‘ভোগঃ’ সর্পদেহ, স্নেগোল-স্থল-লম্বা
প্রভৃতি লক্ষণে সর্পদেহতুল্য বাহু প্রসার্য— স্থাপন করত বিরাজমান হলেন, —এইরূপে অসুরের প্রতি
একটা তাজিল্যের ভাব দর্শিত হল। ‘সখ্যঃ ইতি’— এই সখাকেও এই বৃষের স্বরূপ দেখাবার জন্য,
স্পর্শে তাকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন। আরও ভাববিশেষে সেই সখার কাঁধে হাত দিলেন, তার ভাগ্য
অভিনন্দনের জন্য। [আর যা কিছু শ্রীধামিপাদ বলেছেন] আচ্যুত— এই যে তাজিল্যের ভাবে
দাঁড়ালেন সেখান থেকে [ন+চ্যুত] একটুও নড়লেন না। —ইহাই অভিপ্রায় এই পদের।
শ্রীবৈশ্যাম্পায়ন এরূপই বলেছেন— “পর্বতের মতো অচল কৃষ্ণ সেই স্থান থেকে একটুও
নড়লেন না।” শ্রীপরাশরও তাই বলেছেন— সেইস্থান থেকে একটুও নড়লেন না— অবজ্ঞা-স্মিত
মুখভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ॥ জী° ৭-৮ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ : পশুভির্গোভিষ্চ। অসন্তমতি বৃষরূপস্য তব বধে গোবধপাপং ন
স্মাদিতি ভাবঃ ॥ বি° ৭ ॥

৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ : পশুভিঃ— গো-দের (ভয় দেখিয়ে কি হবে?) অসন্তম্যইতি—
বৃষরূপী তোর বধে গোবধপাপ হবে না, এরূপ ভাব। বি° ৭ ॥

৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ : আক্ষোটা করতলেন বামবাহুমাহত্য তেন তলশঙ্কেন স্বশৌর্ঘ্যছোত-
কেনেত্যর্থঃ। সখ্যঃ স্থবলস্ত স্কন্ধে ভুজা ভুজ এব ভোগঃ সর্পদেহস্তং প্রসার্যেতি সাবজ্ঞত্বং দর্শিতম্ ॥ বি° ৮ ॥

৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ : আক্ষোটা— ডান হাতের তালুদ্বারা বামবাহুয়লে চাপড়
মেরে। তলশঙ্কেন— সেই চাপড়ের শব্দে নিজ বীরত্ব প্রকাশ করে। সখ্যারংশ— সখা স্থবলের কাঁধে
ভুজাভাগঃ— সর্পদেহবৎ ভুজ বিস্তার করে— এইরূপে তাজিল্যের ভাব দেখান হল। বি° ৮ ॥

৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : উগতা পুচ্ছেন চলন্তঃ তস্য স্পর্শাদ্বাতায়া ইতস্ততো নিপতন্তা
মেঘা যস্মাৎ, উপাদ্রবৎ সমীপে বেগেনাগমৎ ॥

অগ্রন্যাস্তবিষাণাগ্রঃ স্ত্রীস্বাস্থ্যোচনোহু্যতম্ ।

কটাক্ষিপ্যাদ্রবং তূর্ণমিদ্ৰম্মুক্তোহশনির্বধা ॥১০ ॥

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ ।

প্রত্যাপাবাহ ভগবান্, গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১১ ॥

১০। অর্থঃ : অগ্রন্যাস্তবিষাণাগ্র (অগ্রে হস্তে শৃঙ্গাগ্রে যন্ত সঃ) স্ত্রীস্বাস্থ্য লোচনঃ (স্ত্রীকে রক্তনেত্রে যন্ত সঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কটাক্ষিপ্য ইন্দ্রমুক্তঃ (ইন্দ্রেন নিষ্কিপ্তঃ) অশনিঃ যথা (বজ্রইব) তূর্ণম্ (সমুদ্রম্) অদ্রবং (তং প্রতি অগচ্ছং) ।

১১। অর্থঃ : সঃ ভগবান্ শৃঙ্গয়োঃ তং গৃহীত্বা গজঃ প্রতিগজং (বিপক্ষ গজং) যথা (ইব) অষ্টাদশপদানি প্রত্যাপাবাহ (প্রতিলোমুচ্চিক্ষেপ) ।

১০। মূল্যাবাদঃ : শৃঙ্গাগ্র সম্মুখে হস্ত করে গর্বিত রক্তচক্ষু হয়ে তেরছা দৃষ্টিতে তর্জন করতে করতে সেই অস্তুর ইন্দ্রনিষ্কিপ্ত বজ্রের মতো কৃষ্ণের দিকে ছুটে চলল ।

১১। মূল্যাবাদঃ : তখন পরমবিনোদী কৃষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় ধরে ঐ অস্তুরকে বিপরীত দিকে অষ্টাদশ পা দূরে ঠেলে নিয়ে ফেলে দিলেন, যেমন গজ প্রতিদ্বন্দ্বী গজকে ঠেলে ফেলে দেয় ।

৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ — উদ্যৎপুচ্ছভ্রমস্বেঘঃ — সেই বুধ লেজ খাঁড়া করে ঘুরাতে লাগল, এই ঘূর্ণমান লেজের স্পর্শে বা তার বাতাসে মেঘমালা ইতস্ততঃ ঝরে পড়তে লাগল — এইরূপ ত্রুণ অস্তুর উরুতভাবে কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল । জী° ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্মবাত টীকাঃ : উদ্যতা উর্ধ্বং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমস্তো মেঘা যস্মাং সঃ ॥ ৯ ॥

৯। শ্রীবিষ্মবাত টীকাবুবাদঃ : উদ্যতা—উর্ধ্বং তোলা লেজের দ্বারা মেঘজাল বিঘূর্ণিত হল যার তেজে সেই বুধাস্তুর ॥ বি° ৯ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : কথম্? তদাহ—অগ্রেতি অত্র কটাক্ষ-শব্দৈকদেশেন কটাক্ষেন স এবোচ্যতে । কুটাক্ষ-শব্দেন গাঙ্কুটাদিত্যাदि সূত্রলক্ষিতপাদবৎ । ততঃ কটাক্ষ কটাক্ষিপ্যাক্ষিপ্য তির্যাক্ দৃষ্ট্যা সংতর্জ্যেত্যর্থঃ । তূর্ণদ্রবণে পরাসহস্রে চ দৃষ্টান্তঃ—ইন্দ্রেন মুক্তো বলাৎ প্রক্ষিপ্তোহশনির্বধেতি । অচ্যুতমিতি—তত্র তস্ত বৈষম্যং বোধয়তি ॥ জী° ১০ ॥

১০। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : সেই অস্তুর কিরূপে চলল? এরই উত্তরে ‘অগ্র’ ইতি । কটাক্ষিপ্য—[কটা+আক্ষিপ্য] ‘কটা’ কটাক্ষের দ্বারা অর্থাৎ তেরছা দৃষ্টিতে থাকিয়ে ‘আক্ষিপ্য’ ভয়ঙ্কর তর্জন করতে করতে অদ্রবং তূর্ণম্—তীরবেগে ছুটে চলল—এই চলা বিষয়ে ও পর-অসহস্রে দৃষ্টান্ত—ইন্দ্রের দ্বারা জোরে নিষ্কিপ্ত বজ্রের মতো । অচ্যুতম্—এই পদের দ্বারা অস্তুরের ব্যর্থতা বোঝানো হল ॥ জী° ১০ ॥

সোঃপবিত্রা ভগবতা পুনরুপায় সত্ত্বরঃ ।

আপতং দ্বিষসর্বাঙ্গা নিঃস্বসন্ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥ ১২ ॥

তন্মাপতন্তুং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ

পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে ।

নিষ্পীড়য়ামাস যথার্জমঘ্নরং

কৃৎষা বিঘ্নাণেন জঘান সোঃপতং ॥ ১৩ ॥

১২। অন্নয়ঃ ভগবতা (কৃষ্ণেন) অপবিত্র (অপক্ষিপ্তঃ) সঃ পুনঃ উত্থায় সিন্ধ (ঘর্মান্তঃ) সর্বাঙ্গ নিঃস্বসন্ (নিঃস্বাসং তাজন্) ক্রোধমুচ্ছিতঃ [সন্] সত্ত্বরম্ আপতং (আজগাম) ।

১৩। অন্নয়ঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ, আপতন্তুং (আগচ্ছন্তম্) তং শৃঙ্গয়োঃ নিগৃহ্য (নিতরাং গৃহীত্বা) পদা (পাদেন) সমাক্রম্য ভূতলে নিপাত্য আদ্রং অঘ্নরং যথা নিষ্পীড়য়ামাস [তথা] কৃৎষা (বিঘ্নাণ-মুৎপাট্য) [তেন] বিঘ্নাণেন জঘান (তং হতবান্) [ততঃ] সঃ (অঘ্নরঃ) অপতং (ভূমৌ পতিতঃ) ।

১২। মূল্যাবুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ কতৃক পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়েও পুনরায় উত্থিত হয়ে ঘর্মান্ত-সর্বাঙ্গ সেই অঘ্নর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে এল ।

১৩। মূল্যাবুবাদঃ ছুটে আসা সেই অঘ্নরের শিং দুটি একসঙ্গে শক্ত মুঠিতে ধরে কৃষ্ণ তাকে ভেজা কাপড়ের মতো যেমন তেমন ভাবে মোচড়াতে লাগলেন । অতঃপর তার বাম শিং উপরিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে ঘা মারলেন, এতেই সে ভূপাতিত হল ।

১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : স্তব্ধে অশ্লোচনে রক্তনেত্র যন্ত সঃ। কটা কটাক্ষস্তয়া আক্ষিপ্য তির্ঘগদৃষ্ট্য সন্তাজ্য ইত্যর্থঃ । বি°১০ ॥

১০। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ স্তব্ধা ইত্যাদি — গর্বিত রক্তচক্ষু হয়ে সেই বৃষাসুর। কটাক্ষিপ্য—তেরছা দৃষ্টিদ্বারা তর্জন করতে করতে । বি° ১০ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : বৈ প্রসিদ্ধো, স পরমবিনোদশীলঃ, বিনোদমেব দৃষ্টান্তেনাভি-
বাক্ষয়তি—গজঃ স্বপ্রতিভটগজঃ যথেনি তদযোগ্যমেব বলমাবিক্ত্যেত্যর্থঃ । জী°১১ ॥

১১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ বৈ—প্রসিদ্ধিতে । স—পরমবিনোদশীল সেই বিনোদ (বিহার) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে, গজঃ প্রতিগজঃ যথা—গজ যেমন নিজ প্রতিপক্ষ গজের প্রতি তার যোগ্য বলই প্রকাশ করত যুদ্ধরসে মাতে । জী°১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : প্রত্যপোবাহ প্রতিলোমং ব্যহুদং । বি°১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ প্রত্যপোবাহ—[প্রতিলোমমুচ্ছিক্ষেপ—শ্রীবলদেব] বিপরীত দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন । বি°১১ ॥

অসৃগ্নমব্, যুত্রশকৃৎ সমুৎসৃজব্,
ক্ষিপৎশ্চ পদাববস্থিতেক্ষণঃ ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নিখাতৈরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। অবয়বঃ [অথ সং: অসৃগ্নঃ] অসৃক্ (রক্তং) বমন্ যুত্রং শকৃৎ (বিষ্ঠাঞ্চ) সমুৎসৃজন্ (সম্যক্ মুঞ্চন্) পাদান্ ক্ষিপন্ (ইতস্ততঃ সঞ্চারণন্) অববস্থিতেক্ষণঃ (চঞ্চললোচনঃ সন্) অথ কৃচ্ছ্রং (কষ্টং যথা ভবতি তথা) নিখাতে: (মৃত্যোঃ) ক্ষয়ং (নিবাসং) জগাম । সুরাঃ পুষ্পৈঃ কিরন্তো: শ্রীকৃষ্ণং দীড়িরে (তুষ্টবুঃ) ।

১৪। যুত্ৰাববাদঃ অতঃপর সেই অসুর রক্তবমন বিষ্ঠা-যুত্র ত্যাগ করতে করতে, ইতস্ততঃ, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, ঘূর্ণিত-নয়ন হয়ে অতি কষ্টে অতঃপর যমালয়ে গমন করল। দেবতাগণ পুষ্প-বৃষ্টি করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন।

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ সহরং যথা স্রাং, পাঠান্তরে সহরঃ সন্ ক্রোধেন মৃচ্ছিতো বিশ্বতাত্মা খিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ পরিশ্রান্তত্বাং ক্রোধাদেব বা ॥ জী°১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অপবিক্রঃ অপক্লিপ্তঃ ॥ বি°১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদঃ অপবিক্র- পশ্চাতে নিক্লিপ্ত। বি°১২ ॥

১২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ সত্ৱরম্, - ষট্‌পট্, উগ্রাঘ- উঠে পরে। পাঠান্তরে সত্ৱরঃসব্- সতর্ক হয়ে। ক্রোধমৃচ্ছিতঃ- ক্রোধে বিশ্বতমনা, খিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ- সর্ব্বাঙ্গ অবসাদগ্রস্ত পরিশ্রান্ত হওয়া হেতু বা ক্রোধে। জী°১২ ॥

১৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অধুনা দুষ্টস্ততস্ত বধং হর্ষণে গায়মিবাহ-তমিতি দ্বাভ্যাম্। কৃহা বিষাণমুংপাট্য, তথা চ বিষ্ণুপুরাণে- ‘উংপাট্য শৃঙ্গমেকঞ্চ তেন বাহিতাড়য়ন্তথা’ ইতি। শ্রীহরিবংশে চ-‘শৃঙ্গাশ্চ পুনঃ সবামুংপাট্য যমদণ্ডবৎ। তেনৈব প্রাহরন্তঃ স মমার বুধো হতঃ’ ইতি। অপতং মৃতঃ। জী°১৩ ॥

১৩॥ শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ এখন আনন্দে সেই দুষ্টের বধ গানের মতো করে বলছেন, তম্ ইতি দুইটি শ্লোকে। কৃহা- শিং উপড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেইরূপই আছে- “একটি শিং উপড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করলেন” আরও শ্রীহরিবংশে - “পুনরায় সেই অসুরের ডান শিং উপড়ে নিয়ে সেই যমযষ্টিবৎ শিং দিয়েই ওর মুখে প্রহার করলেন- সেই মারমুখো অসুর হত হল।” অপতং- মরে গেল। জী°১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ শৃঙ্গয়োর্নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্ব। আদ্রমম্বরং কৃহা যথা কশ্চিদ্মি-স্পীড়য়ামাস। ততশ্চ বিষাণেন উংপাটিতেন তং জঘান ॥ বি°১৩ ॥

এবং ককুদ্বিবং হত্বা স্তূয়মান স্বজাতিভিঃ ।

বিবেশং গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। অন্নয়ঃ এবং (ইৎং) (কুকুদ্বিবং কুকদন্তং বৃষাস্তুরং) হত্বা স্বজাতিভিঃ (গোজনৈঃ) স্তূয়মানঃ গোপীনাং নয়নোৎসবঃ সবলঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] গোষ্ঠং বিবেশ ।

১৫। ঘুলাবুবাদঃ এইরূপে ঝুটিবিশিষ্ট বৃষাস্তুর বধ করত গোপীদের নয়নোৎসব কৃষ্ণ বল-দেবের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন, গোপগণের স্তব মুখে ।

১৩। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ শুদ্ধযোনিগৃহ্য — শিং দুটি শক্ত মুঠিতে ধরে সেই অস্তুরকে ভেজা কাপড়ের মতো যেমন তেমন ভাবে মোচড়াতে লাগলেন । অতঃপর তাঁর বাম শিং উৎপাটিত করে নিয়ে, তাই দিয়ে তাকে ঘা মারলেন । বি° ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ তৎপ্রকারমেবাহ — অস্বগতি সমাগুৎসৃজন্ মুঞ্চন্বিতি কিঞ্চিং কিঞ্চিচ্ছকুমুঞ্চন্বিতি পূর্বোক্তাং বিশেষার্থঃ । নিখাতৈঃ ক্ষয়ং জগামেতি শ্রীমুনীন্দ্রস্য ক্রোধময়মেব বচনম্ । বস্তুতস্ত — ‘যে চ প্রলম্ব-খর-দদু-র-কেশুরিষ্ট’ (শ্রীভা ২।৭।৩৩) ইত্যাদাবস্ত্যপি মোক্ষশ্রবণাৎ । নিখাতৈর্মু-ত্যোহেতোঃ ক্ষয়ং ভগবন্নিবাসং গত ইত্যেবার্থঃ । অথ তন্মরণানন্তরমেব সুরা ঈড়িরে ইতি তদ্বয়েন সত্যস্তেষাং তত্রাশঙ্কেঃ ॥ জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ সেই মরার নমুনাটা বলা হচ্ছে, অস্বক্ ইতি । সমুৎসৃজন্ — পেট ঝেঁড়ে বিষ্ঠা ত্যাগ করল — পূর্বে দুই শ্লোকে একটু একটু বিষ্ঠা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, তাই এখন বিশেষভাবে বলবার জন্য এই পদের প্রয়োগ । [শ্রীধর — বিধ্বাতৈক্ষয়ঃ — ‘নিখাতৈ’ যমের ‘ক্ষয়’ আশ্রয় অর্থাৎ যমালয় [শ্রীবলদেব — বিধ্বাতৈ - যত্না হেতু ক্ষয় — শ্রীভগবানে লীন হয়ে গেল অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হল ।] বিধ্বাতৈ ক্ষয়ং জগাম — যমালয়ে গেলে, এ শ্রীশুকের ক্রোধময় বচন । অতঃপর সুরাঃঈড়িরে — দেবতাগণ স্তব করতে লাগলেন — তারা তৎক্ষণাৎই ঐ অস্তুরের ভয়ে সেখানে আসতে পারলেন না । জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ কৃচ্ছং কষ্টং জগাম প্রাপ । অথ নিখাতৈর্মুত্যোঃ সকাশাৎ ক্ষয়ং বধং জগাম । নিখাতিরেবাগত্য তং জবান নতু কৃষ্ণ ইত্যাৎপ্রেক্ষা সতু সত্যোমুক্তিং প্রাপ পুষ্পৈ পুষ্পানি কিরন্তুঃ বর্ষন্তুঃ ॥ বি° ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ কৃচ্ছং জগাম — কষ্ট পেল । অথ — অতঃপর যমের হাতে ক্ষয়ং — নিহত হল । যম এসেই তাকে বধ করল, কৃষ্ণ নয় এইরূপ উৎপ্রেক্ষা । ঐ অস্তুর সত্যমুক্তি পেল । পুষ্পাঃকিরন্তুঃ — পুষ্পরূপে করল ॥ বি° ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ স্বজাতিভিঃ গোপৈরিতি — তেষামেবাস্তুরঙ্গং বিবক্ষিতম্ । সবল ইত্যরিষ্টবধেঃ স্তূয়মানেন স্বকীড়া তন্তুস্ত্যাপাংগমনাৎ । নয়নোৎসব ইতি স্বভাবিকত্বমুক্তং, তদানীন্ত মহাশত্রুং মারয়িত্বাগতস্ত তস্ত বৈশিষ্ট্যং বোধয়তি । অত্র যত্নং শ্রীহরিবংশে — ‘স চোপেন্দ্রো বৃষ

হত্ব কান্তচন্দ্রে নিশামুখে । অরবিদ্যভনয়নঃ পুনরেন ররাম হ ॥' ইতি । তত্র গোষ্ঠ-প্রবেশানন্তরং পুনর্নির্গম্যেতি জ্ঞেয়ম্ । ইতি শ্রীভগবতস্তত্র রাগবিশেষো দর্শিতঃ । যচ্চোক্তমাদিবাহুরাহে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমে—'গঙ্গায়াম্বেচান্তরং গত্ব দেবদেবস্ত চক্রিণঃ । অরিষ্টেন সমং যত্র মহদ্যুকং প্রবর্তিতম্ ॥ যাতয়িত্ব ততস্তন্নিরীষ্টং বৃষরূপিণম্ । কোপেন পার্শ্বিষ্যাতেন মহাস্তীর্থং প্রকল্পিতম্ ॥ বৃষভস্ত বধো জ্ঞেয় আত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা । স্নাতস্তত্র তদা কৃষ্ণো বৃষঃ হত্বা সগোপকঃ ॥ বিপাপ্মা রাধাং প্রোবাচ কথং ভদ্রে ভবিষ্যসি । বৃষো হতো ময়া চায়মরীষ্টঃ পাপসূচকঃ ॥ তত্র রাধা সমান্নিষ্ঠ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ । স্নানান্না বিদিতং কুণ্ডং কৃত' তীর্থমদূরতঃ ॥ রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্ । অরিষ্টরাধা-কুণ্ডাভ্যাং স্নানং ফলমবাগ্নুতে ॥ রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্য বিচারণা । গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ পাপং ক্লিপ্রং প্রণশ্যতি ॥' ইতি । তত্রায়মর্থঃ—গঙ্গায়ামানসগঙ্গায়াম্বে চক্রিণঃ করচরণাদিগত-তদাদি-মহাভগবল্লক্ষণস্ত দেবদেবস্ত দিব্যাতিদিবৈশ্বর্য্যামাধুর্য্যাস্ত শ্রীকৃষ্ণস্তোতর্থঃ । যত্র মহদ্যুকং প্রবর্তিতং প্রবৃত্ত', যাতয়িত্ব কোপেন গোষ্ঠোপদ্রবহেতুক কোপবিশেষেণ যঃ পার্শ্বিষ্যাতেন পৃথিব্যাস্তদ্যুকপ্রপঞ্চ-শ্রবণা-শঙ্ক্যাহ—বৃষভস্তেতি । মম তল্লীলাকথনাবশে সতি তীর্থমহাত্মাকথনং ন শ্রাদ্যদিত্যে ভাবঃ । বৃষানুকর্তৃ-বধাৎ শুদ্ধিং তদনুকরণমিচ্ছতা ইচ্ছনিত্যর্থঃ । মহাতীর্থমিদং পাতালাৎ সমুখিতমিতি বাজেন স্বতীর্থ-মহিমদর্শনায় তত্র স্নাতশ্চ, তদেব স্নানানন্তরং মূলানুসারেণ গোষ্ঠং প্রবিষ্টা দ্বিত্রিগুণা স্থিত্বা শ্রীহরি-বংশানুসারেণ পুনরপি রাসায় বেণুবাছাদি-সঙ্কেতেন শ্রীরাধিকাদিভিঃ সহ হতারিষ্টে রাসবস্ত্রানি তত্র সর্বাভ্যাং পৃথগ্গতস্ত তং প্রতি সনস্পর্শবচনমাহ বিপাপ্মা ইতি । তৎপরিহাসাশঙ্কয়া বিপাপ্মম্ব বাজয়মি-ত্যর্থঃ । মম তাবৎ পাপং নোৎপন্নমেব, প্রত্যুত তীর্থ'নির্মাণপুণেন কৃতকৃতাঃ সিন্ধুসর্বাথোইভূবম । এতাদৃশতীর্থ'নির্মাণাভাবাৎ ত্বং কথং ভদ্রে পুণ্যবিষয়ে ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । বিপাপ্মম্বমেব বাজয়তি—বৃষো বৃষাকারমাত্রোইরিষ্টনামা পাপসূচকঃ সূত্শচারিত্রেণ নিজপাপহনোত্তরম্বেব যো বাজয়তীত্যর্থঃ । লব্ধচিন্তায়াঃ শ্রীরাধায়াস্ত তন্মিলনে স্নেহ এবোদিতবানিত্যাহ—তদ্রেতি তৎপ্রসঙ্গে সমান্নিষ্ঠ স্বাভাবিকীং লজ্জামপি তাজন্তী সমাগালিঙ্গ্য ততস্তৎসৌহার্দে'ন স্বয়মপি তত্র কুণ্ডং কৃতবতীত্যাহ—স্নান্যেতি রাধেতি রাধয়েত্যর্থঃ । স্বয়মিতি জ্ঞেয়ম্ । স্বয়ং কত্রীকত্বেনৈব তৎকুণ্ডত্বা-প্রাপ্তেঃ সখীলক্ষসহায়তাং কুণ্ডস্ত স্বল্পপ্রমাণত্বাচ্চ । অতএব সমান্নিষ্ঠ কৃতমিতি তদৈব কারণং বোধ্যতে । তচ্চারিষ্টখুরচূর্ণিতবজ্রল মদপসারণয়া প্রথমমীষদেব, পশ্চাত্ত্ব বিশেষত ইতি জ্ঞেয়ম্ । অদূরতস্তৎকুণ্ডযুগ্মতয়েত্যর্থঃ । অধুনাপি তথা শ্রীগোবর্দ্ধনেশানকোণান্তে দৃশ্যত ইতি ॥ জী° ১৫ ॥

১৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ স্বজাতিভিঃ—গোপগণের দ্বারা (স্তুত)—এই পদে তাঁদের অন্তরঙ্গতা দেখান হল । সবলঃ বলরামের সহিত গোষ্ঠে (ঘরে) ফিরে এলেন—এই রূপে অরিষ্ট বধের ব্যাপারে ছোটভাই এর প্রতি স্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠায় নিজক্লীড়া ছেড়ে দিয়ে বলরামেরও ভাই-এর সঙ্গেই গোষ্ঠে আগমন হল । বয়বোৎসবঃ—কৃষ্ণের রূপটি স্বাভাবিক ভাবেই

জগজ্জনের নয়নের আনন্দস্বরূপ—সেই সময় কিন্তু মহাশত্রু বধ করে আগত তাঁর সেই নয়নানন্দ রূপে একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল, সেই কথাই বুঝানো হয়েছে এই পদে। এই বিষয়ে শ্রীহরিবংশের উক্তি, যথা—“সেই কমলনয়ন কৃষ্ণ বৃষাঙ্গুরকে বধ করে কমনীয় চন্দ্রে উদ্ভাসিত নিশামুখে পুনরায় বিহার করতে লাগলেন।” এখানে বুঝতে হবে, বন থেকে ফিরে গোষ্ঠে প্রবেশ করবার পর পুনরায় গোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে বনে গিয়ে বিহার করলেন। শ্রীহরিবংশের শ্লোকে কৃষ্ণের রাগ-বিশেষ দর্শিত হয়েছে। এই লীলা আদিবরাহে শ্রীগোবর্ধন পরিক্রমা প্রকরণে উক্ত হয়েছে, যথা—মানসগঙ্গার উত্তরে করচরণাদির চক্রাদি চিহ্নধারী দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টের সঙ্গে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। যুদ্ধে সেই বৃষরূপী অরিষ্টকে বধ করবার পর সেই স্থানে ক্রোধে পায়ের গোড়ালির আঘাতে শ্যামকুণ্ড, বা অরিষ্টকুণ্ড নামক মহাতীর্থ প্রকাশ করলেন, কৃষ্ণ নিজের শুদ্ধির ইচ্ছায় গোপবালকদের সহিত সেই কুণ্ডে স্নান করলেন। কৃষ্ণ রাধাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে ভদ্রে! আমি কি করে পাপমুক্ত হবো। —আমার দ্বারা পাপসূচক এই অরিষ্ট হত হয়েছে। এই কথা শুনে শ্রীরাধা অনায়াসে কার্ষসমাধানকারী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে নিকটেই নিজ নামে পরিচিত মহাতীর্থ এক কুণ্ড নির্মান করলেন, রাধাকুণ্ড নামে বিখ্যাত এই কুণ্ড সর্বপাপহর কল্যানকর। শ্যামকুণ্ডে ও রাধাকুণ্ডে স্নান করলে রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে অধিক ফল পাওয়া যায়—আরও গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপ অতি সহস্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এ বিষয়ে তর্কের যোজনা করা উচিত হবে না।” —আদিবরাহবাক্য শেষ। উক্ত বাক্যের অর্থ একরূপ চক্রিণঃ—করচরণাদিগত চক্রাদি মহাভাবল্লক্শণযুক্ত ‘দেবদেবস্ত’—দিব্যাতি দিব্য ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ। ‘যত্র’—যেখানে মহত্ব বিশিষ্ট যুদ্ধ ‘প্রবর্তিতঃ’ আরম্ভ করা হয়েছে। ‘কোপেন’ গোষ্ঠের উপর উপদ্রব সৃষ্টি করার কারণে ক্রোধবিশেষ হেতু যে পায়ের গোড়ালির আঘাত—সেই হেতু পৃথিবীর সেই যুদ্ধবিস্তার গুনবার ইচ্ছা, একরূপ আশঙ্কা করে বলা হচ্ছে—‘বৃষভের বধ জেয়’ ইত্যাদি। আমার সেই লীলা কথায় আবেশ হলে তীর্থমাহাত্ম্য বলা হবে না, একরূপ ভাব। বৃষের অনুকরণ করছে যে অঙ্গুর, তার বধ হেতু ‘শুদ্ধিঃ’ শুদ্ধির অনুকরণ ‘ইচ্ছতা’ ইচ্ছা করে। এই মহাতীর্থ পাতাল থেকে উথিত হল—এইরূপ অছিলা করে স্বতীর্থ’ মহিমা দর্শন করাবার জন্য কৃষ্ণ ওতে স্নানও করলেন। এইরূপে স্নানের পর মূলানুসারে গোষ্ঠে প্রবেশ করত (১৫ শ্লোকে) ছুতিন দণ্ড থেকে শ্রীহরিবংশানুসারে পুনরায় রাস করবার জন্য বেণুবাত্ত সঙ্কেতে আকর্ষণ করে নিয়ে শ্রীরাধাদির সহ হতারিষ্ট রাসপথে মিলিত হলেন—সেখানে সকলের থেকে পৃথক হয়ে অবস্থিত রাধাকে সনর্ম বচন বললেন ‘বিপাপমা’ ইতি—আমি নিষ্পাপ। রাধার পরিহাস আশঙ্কায়, তিনি যে নিষ্পাপ, তাই প্রকাশ করলেন। —আমার কোন পাপ তো হয়ই নি। প্রত্যুত তীর্থনির্মানপুণ্যে কৃতকৃতার্থ আমার সর্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। এতাদৃশ তীর্থ নির্মান না করায় তুমি কি করে পুণ্যবতী বলে গণিত হবে। বৃষ বধেও কি করে নিষ্পাপ থাকলেন তাই বলছেন—“বৃষ হতো ময়া চায়মরিষ্টঃ পাপ সূচকঃ।” অর্থাৎ আকারে মাত্র বৃষ আসলে তো এ অরিষ্ট নামক অঙ্গুর—‘পাপসূচকঃ’ এই অঙ্গুর অতিশয় ছুঁই চরিত্র হওয়া হেতু যে পাপ করে থাকে, তার ফলে এর অঙ্গুর

প্রাপ্তি, যা সে প্রকাশ করে থাকে। এই কথায় লব্ধ-চিন্তা জীরাধার কৃষ্ণমিলনে স্নেহ উদ্ভিত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তত্র ইতি — এই আলাপ প্রসঙ্গে 'সমাল্লিঙ্গ্য' স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করত রাধা কৃষ্ণকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। অতঃপর এই প্রণয়বশে নিজেও সেখানে এক কুণ্ড নির্মান করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'স্বনান্না' — নিজ রাধা নামে। এই নির্মান কার্যে স্বয়ং রাধাই কৰ্ত্তা হলেন। লক্ষ সখীর সহায়তায় ছুড়ণের মধ্যে কার্য সমাধান হল, প্রথমে কিঞ্চিং অরিষ্ট-খুরে পেশা বহু ধূলা, ও পরে বিশেষভাবে হাতে হাতে মাটি অপসারণে। 'অদূরতঃ' — কৃষ্ণ কুণ্ডের সহিত একই সঙ্গে পাশাপাশি যুগলভাবে। এখনও শ্রীগোবর্ধনের ঈশান কোণে সেভাবেই দৃষ্ট হয়। জী° ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অরিষ্টবধান্তে রাধাকৃষ্ণয়োর্মসংলাপময়ী তৎকুণ্ডদ্বয়োৎপত্তিকথা পৌরাণিকী বিংশত্যা শ্লোকৈর্নিবধ্যতে। যথা— মাংসান্ স্পৃশাত্ত বৃষভার্দন হন্ত মুখা ঘোরোইম্মুরোইয়ময়ি কৃষ্ণ তদপ্যয়ং গোঃ। বত্রো যথা দ্বিজ ইহাস্ত্যয়ি নিষ্কৃতিঃ কিং শুদ্রোদ্ভবাংস্ত্রিয়ভুবনস্থিতীর্থকৃচ্ছাং। ১। কিং পর্যটামি ভুবনাশুধুনৈব সৰ্বা আনীয় তীর্থবিততীঃ করবাণি তাসু। স্নানং বিলোকয়ত তাবদিদং মুকুন্দঃ প্রোচ্যৈব তত্র কৃতবান্ বত পার্ষিষাতম্। ২। পাতালতো জলমিদং কিল ভোগবত্যা। আয়াতমত্র নিখিলা অপি তীর্থসজ্জাঃ। আগচ্ছতি ভগবদ্বচসা ত এত্যা তত্রৈব রেজুরথ কৃষ্ণ উবাচ গোপীঃ। ৩। তীর্থানি পশ্যত হরবচসা তত্রৈব নৈব প্রতীম ইতি তা অথ তীর্থবর্ষাঃ। প্রোচুঃ কৃতাজ্জলিপুট। লবণাক্ষিরস্মি ক্ষীরাক্ষিরস্মি শৃণুতামরদীঘিকাস্মি। ৪। শোণোইপি সিদ্ধুরহমস্মি ভবামি তাম্রপর্ণী চ পুষ্করমহক্স সরস্বতী চ। গোদাবরী রবিস্ততাঃ সরযুঃ প্রয়াগো রেবাস্মি পশ্যত জলং কুরুত প্রতীতিম্। ৫। স্নান্ব ততো হরিরতিপ্রগল্ভ এবশুকঃ সরোইপ্যকরবং স্থিতসর্বতীর্থম্। যুস্মাভিরাঅজমুখীহ কতো ন ধর্ম কোইপি ক্ষিতাবথ সখীনিজগাদ রাধা। ৬। কার্যং ময়াপ্যতিমনোহরকুণ্ডমেকং তস্মাদ্যতঃস্মিতি তদ্বচনেন তাভিঃ। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিমদিগ্ধ্যমন্দো গর্তঃ কতো বৃষভদৈত্যখুরৈর্ব্যালোকি। ৭। তত্রাদ্র'ম্মুদ্বলগোলততীঃ প্রতি স্বহস্তোদ্ধতা অনতিদূরগতা বিধায়। দিব্যং সরঃ প্রকটিতং ঘটকান্বয়েন তাভির্বিলোকা সরসং স্মরতে স্ব কৃষ্ণঃ। ৮। প্রোচে চ তীর্থসলিলৈঃ পরিপূরয়ৈতন্ মৎকুণ্ডতঃ সরসিজাঙ্ক্ষি সহালিভিভূম্। রাধা তদা নননেনিতি জগাদ যস্মাত্তৎকুণ্ডনীরমুরুগোবধপাতকাক্তম্। ৯। আহত্য পুণ্যসলিলং শতকোটিকুন্তৈঃ সখ্য-বুদেন সহ মানসজাহবীতঃ। এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরিপূরয়ামি তেনৈব কীৰ্ত্তিতুলাং তনবানি লোকে। ১০। কৃষ্ণেজ্জিতেন সহসৈত্যা সমস্ততীর্থসখ্যাস্তদীয় সরসো ধৃতদিব্যমূর্তিঃ। তুষ্টাব তত্র বৃষভান্নস্মৃতাং প্রণম্য ভক্ত্যা কৃতাজ্জলিপুটঃ অবদস্রধারঃ। ১১। দেবি তদীয়মহিমানমবৈতি সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্র চ বিধিন' হরো ন লক্ষ্মীঃ। কিস্তেব এব পুরুষার্থশিরোমণিভূৎ প্রবেদমার্জ্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ। ১২। যশ্চাক্ষয়াবক-রসেন ভবৎপদাজ্জমারজ্য নৃপূরমহো নিদধাতি নিত্যম্। প্রাপ্য তদীয়নয়নাজতটপ্রসাদং স্বং মন্যতে পরম-ধন্যতমং প্রহয়ান্। ১৩। তস্মাজ্জয়েব সহসা বয়মাজ্জগাম তৎপার্ষিষাতকৃত কুণ্ডবরে বসামঃ। ত্বক্ষেৎ প্রসীদসি করোষি কৃপাকটাক্ষং তত্বে'ব তর্ষবিটপী ফলিতো ভবেমঃ। ১৪। শ্রদ্ধা স্তুতিং নিখিলতীর্থগণস্ত তুষ্টা প্রাহ স্ব তর্ষময়ি বেদয়তেতি রাধা। যাম তদীয় সরসীং সফলা ভবাম ইত্যেব নো বর ইতি প্রকটং

তদোচুঃ। ১৫। আগচ্ছতেতি বৃষভানুসূতা স্মিতাশ্চা প্রোবাচ কান্তবদনাজ্জুতাক্ষিকোণা। সখ্যোহপি তত্র কৃতসম্মতয়ঃ সুখাকৌ মগ্না বিরজুরখিলা স্থিরজঙ্গমাশ্চ। ১৬। প্রাপ্য প্রসাদমথ তে বৃষভানুজায়াঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগততীর্থবরাঃ প্রসহ। ভিত্তেব ভিত্তিমতিবেগত এব রাধাকুণ্ড ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব। ১৭। প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতন্ মংকুণ্ডতোহপি মহিমাধিকমস্ত লোকে। অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ত্বমসি তদদিদং সরো মে। ১৮। রাধাত্রবীদহমপি স্বসখীভিরেতা স্নাস্তাম্যরিষ্টশতমর্দনমস্ত তস্ত। যোহরিষ্টমর্দনসরস্বরূভক্তিরত্র স্নায়াদ্বেসেন্মম স এব মহাপ্রিয়োহস্ত। ১৯। রাসোৎসবং প্রকুরুতে স্ম চ তত্র রাত্রৌ কৃষ্ণাস্বদঃ কৃতমহারসহর্ষবর্ষঃ। শ্রীরাধিকাপ্রবরবিদ্যাদলং কৃত শ্রীশ্বেলোকামধ্য বিততী কৃতদিব্যকীর্তি রীতি।

ককুদ্দিনং বৃষাস্তরম্। বি° ১৫।।

১৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ অরিষ্ট বধের পর রাধাকৃষ্ণের নর্মসংলাপময়ী শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যাম-কুণ্ডজয়ের পৌরাণিকী উৎপত্তি কথা ২০ শ্লোকে বাঁধা হচ্ছে, যথা— হে গো-বধ-পাতকী, আজ আমার দিকে লোভ দিও না। হায় মুক্কা, এ গো নয়, ঘোর অসুর। অয়ি কৃষ্ণ! তা হলেও এ গো জাতি। ব্রতাসুর যেমন দ্বিজ এও তেমন। অয়ি রাধে! এর থেকে নিষ্কৃতি কি? এর উত্তরে, তুমি ত্রিভুবনস্থিত তীর্থজলে স্নানাদি তপস্যা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করবে। এর উত্তরে কৃষ্ণ, ত্রিভুবন কি ঘুরে বেড়াবে, এখনই তীর্থসকল এখানে নিয়ে এসে তাতে স্নান করে নি। এই দেখ-না—এই পর্যন্ত বলতে বলতেই হায় হায় সেইস্থানে পায়ের গোড়ালির আঘাত করল মুকুন্দ। শ্রীকৃষ্ণের ‘এস এস’ আজ্ঞায় আঘাত-স্থানে জলরাশি এসে গেল, এ হল পাতালস্থ গঙ্গার সহিত নিখিল তীর্থসমূহ। তীর্থসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এসে সেখানেই বিরাজমান হলেন। অতঃপর কৃষ্ণ গোপীদিকে বললেন, তীর্থসমূহ দর্শন কর। হরির কথায় তাঁদের বিশ্বাস হল না। অতঃপর তীর্থগণ কৃতাজলিপুটে নিজ নিজ পরিচয় দিতে লাগলেন—শুনতে আজ্ঞা হোক, এই যে আমি লবণসাগর, আমি ক্ষীরসাগর, আমি স্বর্গীয় দীঘি, আমি লালসাগর, আমি তাত্রপর্ণী, আমি পুষ্কর, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, আমি যমুনা, আমি সরযু, আমি প্রয়াগ, আমি রেবা—দেখ দেখ, এই জলক বিশ্বাস কর। অতঃপর সর্বতীর্থে স্নান করে শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছসিত হয়ে বললেন—অহো আমি শুদ্ধ এক সরোবর করলাম, যাতে সর্বতীর্থ থাকল। তোমরা কেউ নিজেদের জীবনে কোনও ধর্ম করনি। এ কথা শুনে রাধা সখীদিগকে বললেন—অহো আমারও মনোহর এক কুণ্ড নির্মান করতে হবে। তোমরা এ বিষয়ে যত্নপর হও। শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডটের পশ্চিমদিকে বৃষাস্তরের খুরে মধ্যমাকার যে গর্তটা হয়ে রয়েছে, তার থেকে গোপীগণ প্রতি হাতে হাতে মাটির মৃদল ডেলা উঠিয়ে নিয়ে কাছাকাছি ফেলে ফেলে ২২ ঘণ্টার মধ্যে দিব্য এক সরোবর খনন করে ফেললেন। এই সরোবর দেখে কৃষ্ণ রসিকতায় মনে মনে চিন্তা করলেন, মুখে বলেও ফেললেন—হে কমলনয়নী রাধে, সখীগণসহ তুমি আমার কুণ্ড থেকে তীর্থজল এনে তোমাদের এই কুণ্ড পরিপূর্ণ করে নাও। এ কথা শুনে শ্রীরাধা বললেন না-না না-না, ঐ কুণ্ডজল বিষম গোবধপাতকদুষ্ট তোমার

অরিস্টে নিহতে দৈত্যে ক্রামঃবান্ধুতকর্মণা ।

কংসায়ান্নাথহ ভগবান্ নারদা দেবদর্শনঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। অন্নয় : অদ্বুত কর্মণা (বিচিত্র চরিতেন) কৃষ্ণেন অরিস্টে দৈত্যে নিহতে (সতি) অথ দেবদর্শনঃ ভগবান্ নারদং কংসায় (কংস প্রতি) আহ ।

১৬। মূলানুবাদ : অদ্বুত চরিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অরিস্টাসুর নিহতে হলে দেবর্ষি নারদ একদিন কংসের নিকট বলতে লাগলেন ।

ঐ জল নেওয়া চলবে না। অবুদস্যখীর সহিত আমি মানসগঙ্গা থেকে শতকোটি কলস জল সংগ্রহ করে এই সরোবর নিজ জলে পরিপূর্ণ করব। এর দ্বারাই আমার অতুল কীর্তি জগতে বিস্তারিত হবে। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে হৃদীয় সরোবরের সমস্ত তীর্থ-সখী দীব্যমূর্তি ধরে সাহসা বৃষভানুসৃত রাধার কাছে এসে প্রণাম করে নয়নজলে বক ভাসিয়ে কৃতাজ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে স্তব করতে লাগলেন, যথা - হে দেবি! আপনার মহিমা সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ জন জানে না, বিধি জানে না, শিব জানে না, লক্ষ্মী জানে না, কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণই একমাত্র জানেন, যিনি পক্‌ষার্থশিরোমণি আপনার অঙ্গের ঘাম সদা মুছিয়ে দেন, চারু-আলতায় আপনার পদকমল রাস্তিয়ে দিয়ে অহো নৃপুর পরিয়ে দেন। আপনার নয়নকমল তটের প্রসাদলাভ করে নিজেকে পরমধন্যতম মনে করেন, পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যান। কৃষ্ণের পায়ের গোড়ালির আঘাতে নির্মিত কুণ্ডশ্রেষ্ঠে বাস করছিলাম, তাঁর আজ্ঞাতেই আমরা সহসা এখানে এসেছি। আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে কৃপাকটাক্ষ করেন, তা হলেই আমাদের অভিলাষ-তরু ফলবান হতে পারে। নিখিল তীর্থগণের স্তুতি শুনে তুষ্ট হয়ে রাধা বললেন, তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে বলেই জানো। তখন তীর্থসকল পরিষ্কার করেই কথাটা বললেন—আপনার কুণ্ডে গিয়ে আমরা প্রবেশ করব জীবন সফল করব, এই বর আমরা প্রার্থনা করি। তখন কান্ত-বদনকমল-ধৃত অক্ষিকোণা বৃষভানুসৃত হাসি হাসি মুখে বললেন—এস-এস। একথা শুনে তুল্যমতি সখীগণ স্তম্বসিন্ধুতে মগ্ন হয়ে গেলেন, আর অখিল স্বাবর জঙ্গম দীপ্ত হয়ে উঠল। বৃষভানুসৃতর কৃপা লাভ করে শ্রীশ্যামকুণ্ডগত তীর্থশ্রেষ্ঠ সকল দেওয়াল ভেঙ্গে অতি বেগে প্রবাহিত হয়ে নিজ জলরাশিতে রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করে দিলেন। শ্রীহরি বললেন, প্রিয়তমে! তোমার এই কুণ্ড জগতে আমার কুণ্ড থেকেও অধিক মহিমান্বিত হোক। তোমার এই কুণ্ডেই আমার জলকেলি, এতেই আমার নিত্যস্নান। তুমি আমার যেমন প্রিয়, তেমনি তোমার এই কুণ্ড। রাধা বললেন, আমিও নিজসখীগণসঙ্গে রাধাকুণ্ডে স্নান করব। অমঙ্গলশত বিনাশক হোক এই কুণ্ড। অরিস্ট নাশন কুণ্ডে যে অতিশয় ভক্তি করবে, ওতে স্নান করবে ওর তটে বাস করবে, সে আমার মহাপ্রিয় হোক। অহো ত্রিলোক মধ্যে যিনি অলৌকিক কীর্তি বিস্তার করছেন, যিনি টুঙ্গল বিদ্যাত বর্ণে দীপ্তা সেই শ্রীরাধিকা রাত্রিতে এই রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণান্দুকৃত মহারসহর্ব বৃষ্টিধারাময় রাসোৎসব সম্পাদিত করে থাকেন।

কুকুদ্বিবং—বৃষাসুর। বি° ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : প্রকৃতমনুসরাম— অরিষ্ট ইতি সার্কদ্বয়কেন । নিহত ইত্যতীত-নির্দেশাদত্র চিরাদিত্তি জ্ঞেয়ম্ । গোবর্দ্ধনগতরাসস্ত্রাশ্র বসন্তমধোদ্ববন্ধেন কংসবধস্ত তু শিবরাত্রিচতুর্দশী-গতভেন প্রসিক্তেঃ, গোষ্ঠে বিষয়েহতুতকর্ণণেতি পূতনাবধাতুরিষ্টবধান্তাতুতকর্ণণা । কংসং প্রতি শ্রীনারদেন কখনস্তাভিপ্রায়েণ । দেবদর্শন ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্ । অত্র প্রথমার্থে পশ্যতীতি দর্শনো মন্তদর্শীতি ঋষিবাচিতা । দ্বিতীয়ে প্রতিকল্পমেব গোকুলে প্রকটলীলেয়ং যাদব-পাণ্ডবাদি-ভক্তগণরক্ষানুরোধেনৈব তাবদেব নরলীলেন শ্রীভগবতা ক্রিয়তে, নাথিকেতি সা সমাশ্রিতব । সম্প্রতি যাদবাঃ পরমভূঃখিনো দেবাস্চোদ্ভিগ্নাঃ, অতঃ শ্রীভগবতা কংসবধস্তাবিলম্বকার্য্যং জাতম্ । তস্মাত্তদবসরোইয়মিতি তথা কথ্যামি, যথা কংসস্তমত্রানয়েৎ । ততশ্চৈতনং স্বয়মেবাসৌ হনিষ্যতীতি শ্রীকৃষ্ণলীলাশৈলীং দেববদ্ ব্রহ্মাদিবজ্জা-নন্নিতার্থঃ । জী° ৬ ॥

১৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ : পূর্বে যা বলা হচ্ছিল সেই কথাই এখন অনুসরণ করা হচ্ছে— অরিষ্ট ইতি ২ই শ্লোকে । অরিষ্টে বিহাতে— অরিষ্ট নিহত হলে, এখানে ‘নিহত’ পদটি অতীত কাল নির্দেশক হওয়ায় এখানে বুঝে নিতে হবে, এই কালটা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া (অমরকোষ), —অরিষ্ট বধ হয়েছিল গোবর্ধনগত রাসের সময় অর্থাৎ বসন্তের মাঝামাঝি সময়ে, আর শ্রীনারদ কংসের নিকট উপস্থিত হলেন শিবচতুর্দশী গত হয়ে গেলে—সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ । [শ্রীধর— দেবদর্শন (দেব + ঋষি) দেবর্ষি । ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা বলে শ্রীনারদ সাক্ষাৎ দেববৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ।] শ্রীধরটীকার বিশ্লেষণ— প্রথম অর্থ : দেখতে পান, এই অর্থে ‘দর্শন’—মন্তদর্শী । এই কথাটা ঋষিবাচক । দ্বিতীয় অর্থ : প্রতি কর্ণেই গোকুলে এই প্রকটলীলা হয় । যাদব-পাণ্ডবাদি ভক্তগণের রক্ষা অনুরোধে । সে পর্যন্তই নরলীল শ্রীভগবান গোকুল লীলা করেন, এই অনুরোধে যতটুকু প্রয়োজন অধিক নয়— সে তো সমাপ্ত হয়েই গিয়েছে । সম্প্রতি যাদবদের পরমভূঃখিত ও দেবতাদের উদ্ভিগ্ন দেখা যাচ্ছে । অতএব শ্রীভগবানের দ্বারা যে কংসবধ হবে তার তাড়াতাড়ি পড়ে গেল । সুতরাং তার সুযোগ এই এসেছে, এমনভাবে কংসের নিকট কথা বলব, যাতে সে কৃষ্ণকে এখানে মথুরায় নিয়ে আসে । [‘ভগবান্ নারদ’— ভগবানের অবতার বলে, বা পরমভক্ত হওয়া হেতু ভগবানের সদৃশ হওয়ায় নারদকে ভগবান্ বলা হল । —শ্রীপাতন] অতঃপর, এই কংসকে কৃষ্ণ নিজেই হত্যা করবেন, সেই শ্রীকৃষ্ণলীলাধারা কংসকে বললেন দেবদর্শন নারদ — ‘দেবদর্শন’ দেববৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাদিবৎ দিব্যদৃষ্টিবিশিষ্ট । জী° ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকা : দেবঃ পরমেশ্বর ইব পশ্যতি কৃষ্ণলীলাতত্ত্বং জানাতীতি সঃ । ব্রজলীলাসমাপ্তিমবধায় মাথুরী লীলামাবির্ভাবয়িতুং কংসদ্বারৈব কৃষ্ণং মথুরামানেতুং যুক্ত্যুত্থাপনবিচক্ষণ ইত্যর্থঃ । বি° ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদ : দেবদর্শনঃ— এই বাক্য শ্রীনারদঋষির বিশেষণ । যিনি পরমেশ্বরের মতো দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন । অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণলীলা তত্ত্ববিজ্ঞ । আরও এই বিশেষণের তাৎপর্য

যশোদায়াঃ স্মুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ ।

রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বস্তুদেবেন বিভাভা ।

ব্যাস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥ ১৭ ॥

১৭। অন্নয়ঃ : দেবক্যাঃ [অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাঃ] কন্যাং যশোদায়াঃ স্মুতাং [আহ], [যশোদায়াঃ স্মুতত্বেন প্রসিদ্ধাঃ] কৃষ্ণমেব চ [কৃষ্ণং দেবক্যা স্মুতমাহ]; (যশোদায়াঃ স্মুতত্বেন প্রসিদ্ধাঃ কৃষ্ণং দেবক্যা স্মুতমাহ) রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং (নন্দস্মুতত্বেন প্রসিদ্ধাঃ রামঞ্চ রোহিণ্যাঃ পুত্রমাহ) --বিভাভা (ভবংভয়গ্রস্তেন) বস্তুদেবেন [তৌ] স্বমিত্রে নন্দে (মিত্রস্ত নন্দস্ত সমীপে) ব্যাস্তৌ যাভ্যাং তে (তব) পুরুষাঃ (অনুচরাঃ) হতাঃ বৈ ।

১৭। স্মুতানুবাদঃ : হে রাজন্! দেবকীর অষ্টমগর্ভ বলে প্রসিদ্ধা যে কন্যা, সে বস্তুতঃ যশোদার গর্ভজাতা। যশোদার পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বস্তুতঃ দেবকীর পুত্র। আর নন্দ যশোদা স্মুত বলে প্রসিদ্ধ রাম বস্তুতঃ রোহিণীর পুত্র। হে কংস, বস্তুদেব তোমার ভয়ে কৃষ্ণ-রামকে স্বমিত্র নন্দের নিকট গচ্ছিতরূপে রেখেছেন। এই কৃষ্ণরামই তোমার অনুচরদের হত্যা করেছে।

—ব্রজলীলা সমাপ্তি অবধারণ পূর্বক মথুরা আনার যুক্তি নির্ধারণে বিচক্ষণ শ্রীনারদ কংসকে বললেন। বি° ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : রামং রোহিণ্যাঃ পুত্রমপি দেবক্যা এবতি গর্ভসংকর্ষণমপি কথ্যামাসেতি জ্ঞেয়ম্ । বিভাভা ইতি ভীকৃৎস্বাং তব বধ্যঃ স্মাদিতি ভাবঃ । স্বস্ত মিত্র ইত্যসাধারণ-স্নেহবিশেষো বোধিতঃ । স্বো জ্ঞাতিশ্চাসৌ মিত্রক্ষেতি বা । বৈ প্রসিদ্ধমেবৈতং সর্বং কেবলং ত্বমেব যুটো ন জানাসীতর্থঃ, এতচ্চাপ্ততর্থমুক্তম্ । পুরুষা আপুজনা হতা ইতি লক্ষণেন স্বোক্তং দৃঢ়ীকৃতম্ । যথা কোপা মহাবলহৃদনয়া ভয়ঞ্চ তস্মা নিতরাং জনিতম্ ॥ জী° ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ : রাম রোহিণীর পুত্র হয়েও 'দেবক্যাঃ' আসলে দেবকীরই পুত্র—এইরূপে বলা হল, গর্ভ-আকর্ষণ বৃত্তান্ত, এরূপ বুঝতে হবে। বিভাভা বস্তুদেবেন—হে কংস, বস্তুদেব তোমার ভয়ে ভীত, ভীকৃ বলে এ তোমার বধ্য নয়, এরূপ ধ্বনি। ব্যাস্তৌ স্বমিত্রে—নিজ মিত্রের কাছে দিয়ে এসেছে, এ কথায় নন্দ ও বস্তুদেবের মধ্যে অসাধারণ স্নেহবিশেষ ধ্বনিত হল, বা বস্তুদেব নন্দের যে জ্ঞাতি ও মিত্র তাই ধ্বনিত হল। বৈ—এসব কথাতে প্রসিদ্ধই আছে, যুট তুমিই কেবল জান না—এও শ্রীনারদ বললেন নিজের বিশ্বস্ততা প্রকাশের জগুই। তে পুরুষা হতাঃ—বস্তুদেব পুত্রই তোমার নিজ জনদের হত্যা করেছে, এই লক্ষণেই শ্রীনারদ নিজের উপরুক্ত উক্তি দৃঢ় করলেন। এইসব কথা শুনে কংসের যেরূপ ক্রোধ হল, সেইরূপ রামকৃষ্ণের মহাবলশালিতা প্রকাশে ভয়ও অত্যন্ত হল। জী° ১৭ ॥

নিশম্য তদ্ভোজপতিঃ কোপাং প্রচলিতেজ্জিয়ঃ ।

নিশাতম্যসিদ্ধাদন্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১৮ ॥

বিবারিতো বারদেব তৎস্মতো মৃত্যুমাশ্রয়ঃ ।

জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্বন্ধ সহ ভার্যয়া ॥ ১৯ ॥

১৮। অন্নয়ঃ ভোজপতি ! (কংস) তং (নারদ বচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) কোপাং প্রচলিতে-
জ্জিয়ঃ (চঞ্চলেজ্জিয়ঃ সন্) বসুদেব জিঘাংসয়া (বসুদেবং হন্তুমিচ্ছয়া) নিশাতং (তীক্ষ্ণম্) অসিং আদন্ত
(জগ্রাহ) ।

১৯। অন্নয়ঃ [অথ] নারদেন নিবারিতঃ [সঃ কংসঃ] তৎস্মতো আশ্রয়ঃ (মৃত্যু) মৃত্যুং জ্ঞাত্বা
ভার্যয়া সহ [ত্বং বসুদেবং] লোহময়ৈঃ পাশৈঃ বন্ধ ।

১৮। মূল্যাবুবাদঃ ভোজপতি কংস নারদের এরূপ বাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রোধে ক্ষুভিত চিত্ত
হয়ে বসুদেবকে হত্যার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করল ।

১৯। মূল্যাবুবাদঃ (তখন নারদ বললেন, ওহে কংস বসুদেবকে বধ করলে তো ওঁরা ছ-ভাই
পালিয়ে যাবে ভয়ে—এ না করে বরঞ্চ বেঁধে রাখ । তাতে বন্ধন-মুক্তির জন্ম এখানে ছুটে আসবে তারা) ।

এইরূপে নারদের পরামর্শে বসুদেব-বধ থেকে কংস নিবারিত হয়ে বসুদেব-পুত্রদ্বয়কে নিজের
মৃত্যু জেনে ভার্য্যা দেবকীর সহিত তাঁকে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধন করল ।

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কিমাহেত্যত আহ, —দেবক্যা অষ্টমগর্ভজেন প্রসিক্কাং কণ্ঠাং যশোদায়াঃ
সুতামাহ— যশোদায়াঃ সুতজেন প্রসিক্কাং কৃষ্ণং দেবক্যাঃ সুতামাহ । নন্দসুতজেন প্রসিক্কাং রামঞ্চ রোহিণ্যাঃ
পুত্রমাহ । ননু, তৌ বসুদেবসুতো চেৎ কেন ব্রজং প্রাপিতৌ তত্রাহ, —বসুদেবেনেত্যাদি । বি° ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাবুবাদঃ কংসকে কি বললেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যশোদায়া ইতি ।
দেবক্যা ইত্যাদি— দেবকীর অষ্টমগর্ভজাতা বলে যে কণ্ঠা প্রসিক্কা, তিনি বস্তুত যশোদার গর্ভজাতা
কণ্ঠা—যশোদার পুত্ররূপে যিনি প্রসিক্কা সেই কৃষ্ণ বস্তুতঃ দেবকীর পুত্র । নন্দ-যশোদার সুত বলে
প্রসিক্কা রাম বস্তুতঃ রোহিণীর পুত্র । আচ্ছা কৃষ্ণবলরাম যদি বসুদেব সুতই হয়ে থাকেন তবে তাঁরা কার
দ্বারা ব্রজে নীত হলেন । এরই উত্তরে, বসুদেবেন—বসুদেবের দ্বারা । বি° ১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ প্রচলিতং ক্ষুভিতমিঞ্জিয়ং মনো যশ্চ সঃ, ইতি বিবেক-
হানিরুক্তা । জী° ১৮ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ [শ্রীসনাতন— ভোজপতিঃ— এ পদের ব্যবহারে
কংসের মহা ঐশ্বর্য বলা হল । অর্থান্তরে বহুভোজীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ— বহুভোজনশীল বলে অন্নবুদ্ধি ।]
সুতরাং প্রচলিতেজ্জিয়ঃ—ক্ষুভিত মনা, এইরূপে বিবেকহীন বলা হল । জী° ১৮ ॥

প্রতিঘাত তু দেবর্ষী কংস আভায়া কেশিবম্ ।

প্রময়াম্যাস হনোতাং ভবতা দ্বায়াকেশবো ॥ ২০ ॥

২০। অন্নয়ঃ দেবর্ষী (শ্রীনারদে) প্রতিঘাতে (গতে সতি) তু কংসঃ কেশিবঃ আভায়া (ভোঃ) আতঃ মহাবীর! ইতি এবং সম্বোধ্য) রামমাধবো ভবতা হনোতাং [ইতি উক্ত্বা তং ব্রজে] প্রময়াম্যাস ।

২০। মূল্যাবাদঃ : অতঃপর দেবর্ষি নারদ ফিরে গেলেই কংস কেশিনামক দৈত্যকে ডেকে বলল 'তুমি রামকৃষ্ণকে হত্যা কর', এরূপ বলে তাকে ব্রজে প্রেরণ করল ।

১৮। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : অসিমান্তেতি বসুদেবস্ত পরোক্ষমেব । বি° ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ : অসিমান্ত—অসি গ্রহণ করল, বসুদেবের আড়ালে, সম্মুখে নয় । বি° ১৮ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : বন্ধেতি, হতে কিল পিতরি তন্নিবেশায়াবসরপ্রতীক্ষামপি কুর্বায়াতাং, বন্ধয়োস্ত পিত্রোমোচনার্থমত্রাচ্চ স্থো বাগচ্ছেতামিতি শ্রীনারদমন্ত্রণয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্ । সহ ভার্যয়া দেবকীসহিতম্ এতচ্চাগমনাবিলম্বার্থং পরমহুষ্ঠ্যাদেব বা ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : বন্ধ—বন্ধন করল, বসুদেব-দেবকীকে না মেরে বন্ধন করার কারণ, পিতামাতা হত হলে পারলৌকিক ক্রিয়াদির ব্যবস্থার জন্য কিছুটা সময় লাগবে—সেটুকু প্রতীক্ষা তো করতেই হবে। তাই বন্ধন করল, বন্ধন করলে পিতামাতাকে মুক্ত করার জন্য আজ বা কালই এসে যাবে, এ শ্রীনারদেরই মন্ত্রণা, এরূপ বুঝতে হবে। সহ ভার্যয়া—দেবকীর সহিত বন্ধন করল বসুদেবকে। দেবকীর সহিত বন্ধন করল, আগমন তরাস্থিত করার জন্য, বা পরমহুষ্ঠ্য বলে । জী° ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকা : নিবারিত ইতি হতে বসুদেবে তৌ পলায়েতাং, কিঞ্চাধুনা তজ্জিহাং সামপি বসুদেবো ন জ্ঞাপনীয়ঃ । তথা সতি স্বমিত্রং নন্দং প্রতি তেনোক্তে তদ্বক্তান্তে নন্দ সপুত্র এব পলায়িত ইত্যতো বসুদেবদেবক্যোর্বন্ধনমেবাধুনা কৃত্বা কেনাপি মিষেণ রামকৃষ্ণৌ মথুরামানীয়েতামিতি মন্ত্রং দদতেতি জ্ঞেয়ম্ । নচ বসুদেবদেবক্যৌ বন্ধয়তা নারদেন তয়োর্বিপ্রিয়ং কৃতমিতি বাচ্যং প্রত্যুত প্রিয়মেব কৃতং পরমসৌকৰ্ণাভ্যাং তাভ্যামায়ত্যাং স্বপুত্রমুখদর্শনানন্দলাভেন সমুনিরাশীঃ শতসম্প্রদানপাত্রী করিষ্যত এবতি মুনেন্তদ্বিষয়কোইপরাধো নাভূদिति জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাবুবাদঃ : শ্রীনারদের দ্বারা কংস এইরূপ মন্ত্রণায় বসুদেব-বধে নিবারিত হল—'দেখ হে, বসুদেব-বধ হলে রামকৃষ্ণ দুজন ভয়ে পালিয়ে যাবে। আরও এখন রাম-কৃষ্ণের বধের ইচ্ছা বসুদেবকে জানিও না। জানালে নিজের বন্ধু নন্দকে সে বলে দিবে, আর এইসব বৃত্তান্ত তাঁকে জানালে পুত্র নিয়ে পালিয়ে যাবে সে; অতএব এখন বসুদেব-দেবকীকে বেঁধে রেখে কোনও ছলে রামকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে এস।' শ্রীনারদের দ্বারা এ-যে কিছু অপরিণয় করা হল, তাও বলা

তাতা যুদ্ধিকচাণু রশলতোষলাদিকান্ ।
 অমাত্যান্ হস্তিপাশ্চিব সমাহুয়াহ ভোজরাট্ ॥ ২১ ॥
 ভো ভো বিশম্যাতামেতদ্বীরচাণু রযুদ্ধিকো ।
 বন্দব্রাজ কিলাসাতে স্নতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ২২ ॥
 রামকৃষ্ণো তাতা মহ্যং যুত্যাঃ কিল বিদর্শিতঃ ।
 ভবন্ত্যামিহ সম্প্রাপ্তো হব্যতাং মল্ললীলয়া ॥ ২৩ ॥

২১। অন্নয়ঃ ততঃ ভোজরাট্, [কংস] মুষ্টিক চাণুর-শল-তোষলাদিকান্ আমাত্যান্ হস্তিপান্ (হস্তিপালকান্) চ এব সমাহুয় আহ ।

২২-২৩। অন্নয়ঃ ভোঃ ভোঃ বীরচাণুর-মুষ্টিকো, এতৎ [মম বচঃ] নিশম্যাতাম্, আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্ত) স্নতৌ রামকৃষ্ণৌ নন্দব্রজে কিল (নিশ্চিতম্) আসাতে (নিবসতঃ) ততঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাং) মহ্যং (মম) যুত্যাঃ নিদর্শিত । ইহ (মমপুরে) সম্প্রাপ্তো (আগতৌ) [তৌ] রামকৃষ্ণৌ ভবন্ত্যাং মল্ললীলয়া (মল্লক্রীড়য়া) হন্তেতাং ।

২১। ঘুলাবুবাদঃ অনন্তর কংস মুষ্টিক, চনুর, শল, তোষলক প্রভৃতি মস্ত্রিগণকে এবং হস্তিপালককে সম্মানে নিভূতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন —

২২-২৩। ঘুলাবুবাদঃ হে মহাবীর চানুর, হে মহাবীর মুষ্টিক! তোমরা আমার একটা কথা শোন—বসুদেব-নন্দন রামকৃষ্ণ নন্দব্রজে বাস করছে। তাঁদের হাতে আমার যুত্যা লেখা আছে। অতএব তাঁরা এখানে এলে তোমরা মল্লযুদ্ধে তাদের বিনাশ করবে।

যাবে না। প্রত্নত প্রিয়ই করা হল বসুদেব দেবকীর। পরম উৎকর্ষার সহিত অবস্থিত তাঁরা আগমন পর নিজপুত্রের মুখদর্শন আনন্দে সেই মুনিকে শত শত আশীর্বাদ দানে ভরিয়ে দেবেন।—তাই মুনির ঐ বন্ধনদশা প্রাপ্তি করানো বিষয়ে অপরাধ হবে না, এরূপ বুঝাতে হবে। বি° ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ প্রতিযাতে হিতি—কেশিপ্রেষণ-মন্ত্রভঙ্গশঙ্কয়া কিংবা তৎপ্রেরণ-স্বাপি নিবারণাশঙ্কয়া আভাষ্য, ভো ভ্রাতর্মহাবীরেত্যেব সম্বোধ্য, দূতগিরা সমাদিশ্চেতি শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নয়োর্মতম্ ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবুবাদঃ প্রতিযাতে তু—শ্রীনারদ ফিরে গেলেই কেশীকে ডাকলেন কংস—যদি শ্রীনারদের বাগড়ায় কেশী-নিয়োগ-মন্ত্রনা ভেসে যায় কিম্বা কেশীকে পাঠানটা নিবারিত হয় এই আশঙ্কায়। আভাষ্য—ওহে ভাই মহাবীর, এইরূপে সম্বোধন করে ডাকলেন।—শ্রীপরাশর, বৈশম্পায়নের মতে ‘দূত মুখে আদেশ করে ডাকলেন।’ ॥ জী° ২০ ॥

২০। শ্রীবিম্ববাথ টীকাঃ বাগ্দেরীমতে হন্যোতাং প্রাপ্যোতাং তত্র লীয়তামিত্যর্থঃ ॥ বি° ২০ ॥

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লবন্দপরিশ্রিতাঃ ।

পৌরা জাবপদাঃ সর্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগ্ম ॥ ২৪ ॥

২৪। অন্নয় ৪ মল্লবন্দ-পরিশ্রিতাঃ (মল্লানাং ক্রীড়াস্থানং তস্য চতুর্দিক্ বেষ্টনকপেণ স্থিতাঃ) বিবিধাঃ মঞ্চা ক্রিয়ন্তাং, পৌরাঃ (পুরবাসিনঃ) জনপদাঃ (জনপদবাসিনঃ) সর্বে স্বৈরসংযুগ্ম (স্বচ্ছন্দ-তয়া ন তু বলাৎ প্রবর্তিতয়া মল্লযুদ্ধাং) পশ্যন্তু ।

২৪। মূল্যাবুবাদ ৪ মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে বিবিধ মঞ্চ নির্মাণ কর। পুরবাসী ও দেশীয় জনগণ নির্বিলম্ব এই মল্লযুদ্ধ বা স্বচ্ছন্দভাবে প্রবর্তিত দর্শন করুক ।

২০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ হব্যোতাং—বধ কর। —বাণ্দেরবীমতে ‘হন্যোতাং’ তাদিগেতে লীন হয়ে যাও ॥ বি° ২০ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ৪ সম্যক্ সসম্মানং নিভৃতমাহুয় আহ, ক্রমেণ নিযুযোজ ॥ জী° ২১ ॥

২৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ ৪ সম্যাহুয়—সসম্মানে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন—আহ—মুষ্টিকাদিকে ক্রমানুসারে কার কি কাজ তা বললেন । জী° ২১ ॥

২২-২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ৪ ভো ভো ইতি যুগ্মকম্ । বীপ্সাইবধানার্থং, বীরেতি প্রোং-সাহনায় প্রাধাত্মেণ দ্বয়োরেব সম্বোধনম্ । অয়মেকবচনান্ত এব পাঠঃ স্বামিনস্যতঃ, ব্রজ গন্তুমিতাদি-বক্ষ্যমাণাং । বহুবচনান্তপাঠস্ত বহু হে বীরা, হে চান্দ্র, হে মুষ্টিকেতারাঃ । কিল নিশ্চিত শ্রীনারদোক্তো প্রামাণ্যঃ । আনকদ্বন্দুভেরিতি তজ্জন্মপূর্ববর্তেন তদৈব প্রমাণিতম্ ।

ততস্তাভ্যাং সকাশাং, কিল নিশ্চয়ে, নির্দর্শিত উদাহৃতঃ কথিত ইত্যর্থঃ । ইহ সম্প্রাপ্তাবিতি তত্র তস্য স্থানবলেনানিষ্টসাধনে ভবতোরশক্তেরিতি ভাবঃ । মল্ললীলয়েতি, অত্রথা সাবধানতঃ তয়োরাণ্যনিষ্টস্থ ছঃগকহাদিতি ভাবঃ । বাণ্দেরবীমতে তু হন্তোতা প্রাপ্যোতাং তয়োর্নীয়তামিত্যর্থঃ ॥ জী° ২২-২৩ ॥

২২-২৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদ ৪ ভো ভো—অবধান পূর্বক শোনার জন্য দুবার ‘ভো’ বলে সম্বোধন করল। হে বীর—উৎসাহিত করে তুলবার জন্য দুজনকেই প্রধান ভাবে সম্বোধন।—এই এক বচনান্ত পাঠ স্বামিপাদ-সম্মত। —উৎসাহিত করলেন ব্রজে গমনের জন্য। —‘হে বীরাঃ’ এরূপ বহুবচনান্ত পাঠও বহুস্থানে আছে। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, হে চান্দ্র হে মুষ্টিক। কিল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, শ্রীনারদের কথায় প্রমাণ থাকা হেতু। আনকদ্বন্দুভেঃ দ্বাতো—রামকৃষ্ণ বন্দুদেরই পুত্র, শ্রীনারদ-উক্ত জন্ম-পূর্ব বৃত্তান্তের দ্বারা তাই তো প্রমাণিত হচ্ছে।

ততঃ—‘তাভ্যাং’ তাদের হাতে আমার মৃত্যু কিল—নিশ্চয়রূপে বিদর্শিত—কথিত। ইহ সম্প্রাপ্তো—এখানে এসে গেলে তাদের বধ কর। ব্রজে সেই স্থানের বলে তাদের অনিষ্ট সাধনে তোমরা সমর্থ হবে না। মল্ললীলয়া—মল্ললীলায় বধ কর। অন্যথা তাদের অনিষ্ট করা ছঃসাধ্য হওয়া হেতু। স্বরস্বতী মতে [হনু=গতি] সত্তর তাদের নিয়ে এস। জী° ২২-২৩ ॥

২৩। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা ৪ মহং মম নির্দর্শিতো নারদেন । বি° ২২ ।

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বায়্যুপনীয়তাম্ ।

দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেভ মমাহিতো ॥ ২৫ ॥

২৫ । অন্নয়ঃ [হে] ভদ্র [হে] মহামাত্র (হে হস্তিপালক) ত্বয়া রঙ্গদ্বারি কুবলয় পীড়ঃ দ্বিপঃ (হস্তি) উপনীয়তাং (সংস্থাপ্যতাং), তেন (হস্তিনা) মম অহিতো (শত্রু রামকৃষ্ণো) জহি (ঘাতয়) ।

২৫ । মূল্যাবুবাদঃ অনন্তর প্রধান আমত্যকে বললেন—হে ভদ্র, হে মহামাত্র ! তুমি এই রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় হস্তীকে সংস্থাপন কর, যারা যথা সময়ে আমার শত্রু রামকৃষ্ণকে বধ করবে ।

২৬ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ মহাৎ—আমার (মৃত্যু) । নিদর্শিত—শ্রীনারদের দ্বারা নিদর্শিত হয়েছে । বি°২৩ ॥

২৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অতন্তদ্বর্ণনর্থঃ মঞ্চাচ্ছাৎসবসামগ্রী সাধ্যতামিত্যাহ—মঞ্চা ইতি । বিবিধাঃ রাজামাতাদি-যোগ্যভেদেন বহুপ্রকারাঃ । মল্লানাং রঙ্গঃ ক্রীড়াস্থানাং, তন্তু পরিতঃ শ্রিতাঃ চতুর্দিক্ বেষ্টনরূপেণ স্থিতা ইত্যর্থঃ । কিমর্থম্ ? তদাহ—পৌরেতি ; পৌরাঃ পুরবর্তিনো জনা জনপদাশ্চ দেশবর্তিনঃ স্বৈরেণ স্বচ্ছন্দতয়া, ন তু বলাৎ প্রবর্তিততয়া সংযুগং মল্লযুদ্ধমিতি পৌরা-দীনাং বঞ্চনপ্রকার-প্রতিপাদনম্ ॥ জী°২৪ ॥

২৪ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ অতএব তাদিকে বঞ্চনের জন্য মঞ্চাদি উৎসব-সামগ্রীর ব্যবস্থা কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে মঞ্চা ইতি । বিবিধা—রাজা-প্রজা ইত্যাদি যোগ্যতা ভেদে বহুপ্রকার মঞ্চ । মল্লরঙ্গ—মল্লদের ক্রীড়াস্থানের পরিশ্রিতাঃ—চতুর্দিকে ঘের দিয়ে তৈরী কর মঞ্চ—অতি উচুস্তম্ভাদি রচিত স্থান । কিসের জন্য ? এরই উত্তরে কংস বলল, পৌরা—সহরের লোক ও জনপদাঃ—গ্রামের লোক সকলে সংযুগং মল্লযুদ্ধ দেখুক, যা স্বৈর—স্বচ্ছন্দভাবে প্রবর্তিত বলপূর্বক নয় । এই কথায় লোক সকলকে বঞ্চনের কৌশল জানানো হল চণ্ডুরাদিকে ॥ জী° ২৪ ॥

২৪ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ কিঞ্চ, তয়োর্বঞ্চনর্থমুৎসাহবর্দ্ধনর্থঞ্চ । মহোৎসব প্রসিদ্ধিঃ ত্রিয়-তামনাথা তৌ পলায়িষ্যেতে ইত্যাহ—মঞ্চা ইতি ॥ বি° ২৪ ॥

২৪ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ রামকৃষ্ণকে বঞ্চনের জন্য ও উৎসাহ বর্ধনের জন্য মহোৎসব সোরগোল উঠাও, অন্যথা তারা পালিয়ে যাবে ॥ বি° ২৪ ॥

২৫ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অহো কিংবা মল্লানাং প্রিয়তমানাং শ্রমোৎপাদনেন মত্তহস্তি-নব স্তুং তং সাধ্যমিতি বহির্ব্যঞ্জয়ন্তস্ত বিভাদেবাহ—মহেতি । ভদ্র হে চতুরেতি প্রোৎসাহয়তি, এতদর্থমেবাস্মিন্ স্বয়মনেন শ্রীনারদাচ্ছ্রুতমাত্মজম্ । সৌভপতি দ্রুমিলাখ্য-দানবাত্মগ্রসেনস্য রূপধরাং তৎপত্ন্যাং স্বজন্ম যথা বৃত্তং তথা কথিতং, তদ্বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে বর্তত এব । রঙ্গস্য দ্বার্য্যুপসমীপে নীয়তাং প্রায়ো রাজবাহন-হস্তিনো দ্বার্য্যোব স্থাপনরীতেঃ । সঙ্কটস্থানতাদিতি তু গুটো দৃষ্টভাবঃ । বাদেবীমতে জহীতি পূর্ববৎ ॥ জী° ২৫ ॥

আরভ্যতাং ধনুর্ধাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি ।

বিশসন্তু পশুন্ মেধ্যাৎ ভূতরাজায় মীঢ়ুমে ॥ ২৬ ॥

২৬। অন্নয়ঃ চতুর্দশ্যাং যথাবিধি ধনুর্ধাগ আরভ্যতাং মীঢ়েযু (বরদায়) ভূতরাজায় (ভূত-রাজস্রু প্রীতয়ে) মেধ্যান্ (পবিত্রান্) পশুন্ (ছাগাদীন্) বিশসন্তু (ছিদন্তু) ।

২৬। মূলোবুবাদঃ (শোন, দৈবও কিছু করতে হবে, সেই দৈবমূলক উৎসবে মল্লক্রীড়া দর্শনচ্ছলে রামকৃষ্ণকে এখানে আনতে হবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে) — চতুর্দশীতে যথাবিধি ধনুর্ধাগ আরম্ভ করা হোক। বরদ মহেশ্বরের প্রাতির জন্ত তাকে পবিত্র পশুগণকে বলি দেওয়া হোক।

২৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ অহো প্রিয়তম মল্লদের পরিশ্রম করিয়েই বা কি হবে, মত্তহস্তিদ্বারাই মুখে কার্য নিষ্পন্ন করব, এইরূপ ভাব বাইরে প্রকাশ করে অন্তরে ভয় ভয় ভাবেই বলল—মহা ইতি। ভদ্র—হে চতুর, এইরূপে উৎসাহ দান করলেন। (এ বিষয়ে আরও কিছু বিশেষ হরিবংশে দেখা যায়) এই উৎসাহ দানের জন্যই স্বয়ং কংস শ্রীনারদের মুখে নিজ জন্ম-বৃত্তান্ত যা শুনেছিলেন, তা এই মাহাত্মকে বললেন, যথা—‘সৌভপতি ক্রমিল দানব উগ্রসেনের রূপ ধরে তাঁর পত্নীর নিকট এসে সঙ্গত হয়েছিল—তার থেকেই কংসের জন্ম’—ঘটনাটা যেরূপ হয়েছিল ঠিক সেইরূপই নারদ কংসকে বলেছিলেন—রঙ্গদ্বার্যুপবীযতাম্—রঙ্গভূমির দ্বার-দেশের নিকটে স্থাপন কর, প্রায়শঃ রাজবাহন হস্তি দ্বারদেশেই স্থাপন করা নিয়ম। দ্বারদেশ অভেদ্য করা হল—এতে কংসের গুঢ় দুষ্টিভাব সূচনা করছে। জহি—নাশ কর। সরস্বতী মতে মুক্ত হয়ে রামকৃষ্ণে লীন হও। জী° ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ মহামাত্র, হে হস্তিনিয়ন্তঃ, অহিতৌ শত্রু ॥ বি° ২৫।

২৫। বিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ মহামাত্র—হে হস্তিনিয়ন্তা! অহিতৌ—শত্রু। বি° ২৫ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ ন কেবলং লৌকিক এবোপায়ঃ কর্তব্যঃ, কিন্তু দৈবোইপি ক্রিয়তাং, যেন তন্মূলকোৎসবে মল্লক্রীড়া দর্শনব্যাজেন তাবপ্যানেয়ৌ স্মাতামিত্যাশয়েনাহ—আরভ্যতামিতি। ভূতরাজায় ভূতেশ্বর-সংজ্ঞায় মথুরাপালায় তস্মা ধনুষোইপি দৈবতায় শ্রীকৃদ্রায় মীঢ়ুমে। মেহতি সিদ্ধতি বরদানেন তর্পর্যতীতি তস্মৈ। ইয়মপি ভয়োক্তিরেব। জী° ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ একমাত্র লৌকিক উপায়ই অবলম্বন করা ঠিক হবে না; কিন্তু দৈবও কিছু করতে হবে। এই দৈবমূলক উৎসবে মল্লক্রীড়া-দর্শনচ্ছলে রামকৃষ্ণকেও এখানে আনান হোক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে আরভ্যতাং—(ধনুর্ধজ্জ) আরম্ভ করা হোক। ভূতরাজায়—ভূতেশ্বর নামক মথুরা-পালক শ্রীকৃদ্র, যিনি ধনুরও দেবতা এবং মীঢ়ুমে—বরদ [মেহতি—মিহ, সেচন করা অর্থাৎ বরদানে তৃপ্তিদায়ী] সেই তাঁর সন্তোষের জন্ত পশুন্, মেধ্যাৎ,—ছাগাদি পশু বলি দেও। এই যে উক্তি, ইহা ভয় হেতুই ॥ জী° ২৬ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতত্ত্বজ্ঞ আহুয় যদুপুঙ্গবম্ ।

গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং তাতাক্রুরম্মুবাচ হ ॥ ২৭ ॥

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রম্মাদৃতঃ ।

বাব্যস্ত্বভো হিততমো বিদ্যাতে ভোজ-বৃষ্ণিম্মু ॥ ২৮ ॥

২৭। অন্নয়ঃ অর্থ'তত্ত্বজ্ঞঃ (অর্থ'সিদ্ধান্তবিৎ কংস) ইতি আজ্ঞাপ্য (অনুচরান্ আদিশ্য) যদুপুঙ্গবং (যাদব শ্রেষ্ঠং) [অক্রুরং] আহুয় পাণিনা পাণিং গৃহীত্বা ততঃ উবাচঃ ।

২৮। অন্নয়ঃ ভোঃ ভোঃ দানপতে [অক্রুর] মহ্যং (মম) মৈত্রং (মিত্রকার্যং) ক্রিয়তাম্ । ভোজবৃষ্ণিষু বৃত্তঃ অন্যঃ আদৃত্যঃ হিততমঃ (মঙ্গলকারী) ন বিদ্যাতে ।

২৭। মূলানুবাদঃ অনুচরদের এরূপ আদেশ দেওয়ার পর অর্থ'শাস্ত্রেই মাত্র পণ্ডিত কংস যদুমাত্রেরই বিশ্বাস ভাজন, নিজ পরিবার গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্রুরকে সাদরে করতলে কর গ্রহণ করত বলতে লাগলেন ।

২৮। মূলানুবাদঃ ওহে ওহে বদান্যশ্রেষ্ঠ অক্রুর! তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য একটি মিত্রোচিত কার্য নির্বাহ করে দেও । ভোজ-বৃষ্ণি বংশে তোমার থেকে অধিক আদরের পাত্র ও হিতকারী আমার আর কেউ নেই ।

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ মমভাদয়ার্থং বিশ্বসন্তু ছিত্বা যচ্ছন্ত । ভূতরাজায় ভূতেশ্বরায় মীঢ়ুষে বরদায় । বি°২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আমার সহকির জন্ম বিশ্বসন্তু — (ছাগাদি পশু) ছেদন করা হোক, মীঢ়েয় ভূতরাজায়— বরদ ভূতেশ্বরের প্রীতির জন্ম । বি°২৬ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অর্থো দ্বিতীয়পুরুষার্থঃ তত্র তত্ত্বং সিদ্ধান্তঃ, কিংবা তস্ত শাস্ত্রমেবা, ন তু ধর্মাদিশাস্ত্রং জানাতীতি তথা সঃ । যদুপুঙ্গবমিতি সর্বেষামেব যদুনাময়মাস্ত্বাস্পদং, ততোইশ্বেব্র যোগ্যতা, ন তু কেবলমদীয়ানামিতি তদ্বিচারান্তি প্রায়োপেক্ষম্ । গৃহীত্বেনি— স্নেহপ্রদর্শনার্থ'মবশ্যমাত্মোক্ত-প্রতিপালনার্থ'ক, অতএব তত্র তস্মিন্বেব নিজপরিবারগোষ্ঠী মধ্যে, তত ইতি পাঠে স ভবার্থঃ, হ ফুটম্ । জী ২৭ ॥

২৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ অর্থ'তত্ত্বজ্ঞ— 'ধর্ম অর্থ' কাম মোক্ষ' এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে বা দ্বিতীয় সেই অর্থের বিষয়ে যে 'তত্ত্ব' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত কিম্বা অর্থ'সম্বন্ধে যে শাস্ত্র, তাই কেবল জানে, ধর্মাদি শাস্ত্র জানে না, এইরূপ কংস । যদুপুঙ্গব— সকল যদুর বিশ্বাসের পাত্র । অতএব এঁরই এ বিষয়ে যোগ্যতা । কেবল যে মদীয় জনের আস্থা ভাজন, তাই নয় । এইরূপ বিচার-নিষ্ঠ আশয়ে তাকেই বলা হল । করতলে কর গ্রহণ করে বলল— স্নেহ দেখানোর জন্য ও নিজ

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্যগৌরবসাপ্রবন্।

যথোক্তো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগম্যদ্বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। অন্নয়ঃ হে সৌম্য, অতঃ বিভু ইন্দ্র যথা বিষ্ণুং আশ্রিত্য স্বার্থং অধ্যগমং (প্রাপ্তঃ) [তথা অহমপি] কার্যগৌরব সাধনম্, (গুরুতর কার্য-সাধকম্) ত্বাম্, আশ্রিতঃ [অস্মি]।

২৯। মূল্যাবাদঃ অতএব হে প্রশান্ত মূর্তি! সমর্থ হলেও ইন্দ্র যেকূপ বিষ্ণুকে আশ্রয় করত নিজ প্রয়োজন লাভ করে থাকে, সেইরূপ আমিও একটি গুরু প্রয়োজন সাধনের জন্য তোমাকে আশ্রয় করছি।

কথা অবশ্য পালনের জন্য। অতএব তত্র— সেই নিজ পরিবার-গোষ্ঠী মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই অক্রুরকে বললেন। জী° ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ অর্থতত্ত্বং দ্বিতীয়পুরুষার্থশ্চৈব সিদ্ধান্তং নতু ধর্মমোক্ষয়োজানাতীতি সঃ ॥ বি° ২৭।

২৭। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ অর্থতত্ত্বজ্ঞঃ— ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষার্থ অর্থ বিষয়েই সিদ্ধান্ত জানে কংস, ধর্ম-মোক্ষ সম্বন্ধে জানে না। বি° ২৭ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ ভো ভো ইত্যাদরে বীপ্সা, দানপতে হে বদাতবরতার্থঃ। অতো মদর্থিতমপি ত্বয়াবশ্যং সম্পাদ্যমিতি ভাবঃ। মদর্থং মিত্রোচিতকৃত্যং ক্রিয়তাম্। নতু ভোজরাজ কুতো মামেব প্রেরয়সী? সর্বে যাদবাস্তবাজ্ঞাকারিণস্তত্রাহ—আদৃত ইত্যাদিনা ॥ জী ২৮ ॥

২৮। জীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ ভো ভো—আদরে দুইবার। দানপতে—হে বদান্য শ্রেষ্ঠ! যেহেতু তুমি বদান্যশ্রেষ্ঠ, তাই বলছি, আমার অভিলষিত কিছু কাজ তুমি অবশ্যই নির্বাহ করে দিবে, একরূপ ভাব। মহ্যং ইত্যাদি—আমার জন্য মিত্রোচিত একটি কার্য করে দেও। ওহে ভোজরাজ, এই কাজে আমাকেই বা পাঠাচ্ছ কেন? এরই উত্তরে সকল যাদব তোমার আজ্ঞাকারী এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আদৃত ইতি—তোমার থেকে আমার আদরের পাত্র ও হিতকারী আর কেউ নেই। জী ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ মহ্যং মাং প্রসাদয়িতুং মৈত্র মিত্রকৃত্যম্ ॥ বি ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ মহ্যং—আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মৈত্রং—বন্ধুসুলভ কিঞ্চিং কার্য কর। বি° ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ হে সৌম্যোতি প্রোৎসাহনার্থং নিজমিত্রত্বেন সহজশান্তত্বেন বা আশ্রিতঃ শরণং গতোহহম্। কিমর্থম্? কার্যস্য গৌরবং গুরুত্বং, তস্য সাধনং গুরুপ্রয়োজনং সাধয়িতুমিতিার্থঃ। নতু ত্বমেব স্বয়ং সর্বার্থে শক্তঃ, কিং ময়েতি চেৎ সত্যং, সমর্থস্তাপি সাহায্যোনৈব কার্য্যং কিল সংসিধ্যাদিতি দৃষ্টান্তেনাহ—যথেনিতি। বিভুঃ সমর্থোহপি ইতি বেবেণেদ্রাদপি বিষ্ণোর্বান্ধবঃ সূচিতম্। জী° ২৯ ॥

গচ্ছ বন্দব্রজং তত্র স্মৃতাবাবকদুন্দুভেঃ ।

আসাতে তাবিহানেব রাথবাবয় মা চিরম্ ॥ ৩০ ॥

৩০। অল্পয়ঃ [হং] নন্দব্রজং গচ্ছ, তত্র আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্ত) স্মৃতৌ আসাতে (বর্তেতে) তাবিহানেব (তৌ ইহ অনেন) রথেন ইহ (মম স্থানে) আনয় মা চিরং (বিলম্ব মা কুরু) ।

৩০। স্মৃতিবাবাদঃ নন্দ-ব্রজে যাও। সেখানেই বসুদেবের পুত্রদ্বয় আছে ॥ ঐ সম্মুখের নতুন সুসজ্জিত রথে করে তাঁদের এখানে নিয়ে এস। দেরী কর না।

২৯। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবাবাদঃ হে সৌম্য— হে প্রশান্তমূর্তি! উৎসাহ দানের জন্য এই পদের প্রয়োগ। নিজ মিত্র বলে বা সহজশাস্ত্র বলে আশ্রিতঃ—আমি তোমার শরণাগত হলাম। কি প্রয়োজনে? এরই উত্তরে, কার্য গৌরব সাধনম্— কার্যটি গুরুতর, এই গুরু প্রয়োজন সাধনের জন্য শরণাগত হলাম। যদি বলা হয় তুমিই স্বয়ং সর্বপ্রয়োজন সাধনে সমর্থ, আমাকে দিয়ে আবার কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে, সমর্থ জনেরও কার্য সুসিদ্ধ হয় অস্ত্রের সাহায্য নিয়েই—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথেন্দ্রে ইতি। বিভূঃ— সমর্থ হলেও ইন্দ্র বিষ্ণুকে আশ্রয় করেই নিজের স্বার্থ সাধন করে। ইন্দ্র পক্ষে, এই ‘বিভূ’ শব্দের প্রয়োগে শত্রুতা সাধনে বিষ্ণুর ন্যূনতা সূচিত হল এখানে। জী° ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্মবাবাদ টীকাঃ কার্য গৌরবেণ গুরুতর্য সাধয়তীতি তম্। মমাত্র বন্ধু মধ্য ততোহন্যো নৈপুণেন কার্যসাধকঃ কোইপি নাস্তীত্যর্থঃ। বি২৯ ॥

২৯। শ্রীবিষ্ম টীকাবাবাদঃ কার্য গৌরবসাধনম্, ত্বাম্— অতি উত্তমরূপে কার্য সাধক তোমাকে আশ্রয় করলাম। বি২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাঃ এবং প্রোৎসাহ কার্যমাহ—গচ্ছতি, তদ্ব্রবাসাতে, ন তু প্রপলায়ানাত্র গতাবিতি বক্তব্যমিতি ভাবঃ। অনেনাধুনা সুনির্মাণ্য বহুধালঙ্কৃত্যবস্থাপিতেনেত্যর্থঃ, ইতি নিজযানদানেনাগ্রহবিশেষো দর্শিতঃ। সুন্দরাভিনব সুপরিস্কৃতরথং দৃষ্ট্বা বালকৌ তৌ সুখং স্বয়মেবারোক্ষাতে ইতি ভাবঃ। বস্তুতস্ত শ্রীভগবদ্বিচ্ছয়া পুরপ্রবেশসামগ্রী সা জ্ঞেয়া, মা চিরং অচিরা-দেব ॥ জী ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব বৈ° ভো° টীকাবাবাদঃ এইরূপে উৎসাহ দেওয়ার পর কি কাজ করতে হবে, তাই বলছেন—গচ্ছ ইতি। তত্র আসাতে—ঐ নন্দ-ব্রজেই আছে, অন্যত্র পালিয়ে যায় নি—ইহাই বক্তব্য এখানে। আবেব রাথণ—এই রথে, যা এখনই সূর্যুভাবে নির্মাণ করত বহুবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করে এই যে সম্মুখে রাখা হয়েছে—এইরূপে নিজের রথটি দানের দ্বারা অনুগ্রহ-বিশেষ দেখান হল—সুন্দর অভিনব সুপরিস্কৃত রথ দেখে সেই বালক দুটি সুখে নিজে নিজেই আরোহণ করবে, এরূপ ভাব। আসলে তো শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই তার পুরপ্রবেশ-সামগ্রী এসে গিয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। মা চিরং—দেরী করো না। ঝটিতি যাও ॥ জী ৩০ ॥

বিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুদেবৈবৈকুণ্ঠসংশ্রায়ঃ ।

তাবানয় সমং গোপনন্দাদ্যাঃ সাত্ত্বপায়নৈঃ ॥ ৩১ ॥

৩১। অবয়বঃ : বৈকুণ্ঠসংশ্রায়ৈঃ (বিষ্ণোরশ্রিতৈঃ) দেবৈঃ মে (মম) মৃত্যুঃ নিসৃষ্টঃ (রচিতঃ), কিল (ততঃ) সাত্ত্বপায়নৈঃ (উপায়নৈঃ সহ বর্তমানৈঃ) নন্দাদিঃ গোপনৈঃ সমং (সহ) তৌ আনয় ।

৩১। মৃত্যুবাদঃ : বিষ্ণুর আশ্রিত দেবগণের দ্বারা দুইটি বালক সৃষ্ট হয়েছে, যাদের মধ্যে একটি আমার নিশ্চিত মৃত্যু স্বরূপ। সূত্রাং হাতে মৃত্যুদি ভেট ধরা নন্দাদির সহিত সেই দুজনকে এখানে নিয়ে এস। দেবী কর না।

৩০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : অনেনেতি তজ্জনা কমপি নবীনং বিচিত্রং রথং দর্শয়তি বালক-হাস্যবীনং চিত্রমালোক্য তাভ্যামত্রায়াতুং শীঘ্রময়ং রথং আরোক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। কংসভুক্তো রথো ভগবদারোহণানর্হ ইত্যনেন তত্র গত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি ৩০।

৩০। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ : অবন রথং—এই রথে। —তর্জনীদ্বারা কোনও এক নবীন বিচিত্র রথ দেখাল কংস—বাল-স্বভাবে নবীন আশ্চর্যজনক রথ দেখে তারা মথুরায় আসার জন্য শীঘ্র এই রথে চড়ে বসবে, এরূপ ভাব। কংসের ব্যবহার করা রথে শ্রীভগবানের আরোহণ অনুপযুক্ত, তাই এই নবীন রথ নিয়ে অক্রুর শ্রীরন্দাবনে গেল, এরূপ বুঝতে হবে। বি ৩০ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : কিমর্থং? তদাহ—নিসৃষ্ট ইতি দ্বাভ্যাং, তয়োরেকতরাদিতি শেষঃ। বৈকুণ্ঠসংশ্রায়ৈরিত্যে তৈর্নিসৃষ্টেন তেন মম কিং স্মাদিতি ভাবঃ। তাবানয়েতি একপ্রযত্নহৃদয়ো-রিত্যে ভাবঃ। অক্রুর-প্রবর্তনর্থং তয়োর্বিসৃষ্টং স্বপক্ষুতম্। নন্দাদিঃ সমমিতি, অনাথা শঙ্কয়া তৌ নাগমিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। তেষামপ্যনিষ্টমত্র করিষ্যামীতি গৃঢ়ো হৃষ্টভাবঃ। সাত্ত্বপায়নৈঃ তদধ্যাদি-সহিতৈঃ, এতচ্চ ধনুর্মখসত্যতাবোধনর্থম্। জী° ৩১ ॥

৩১। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : কিসের জন্য যাবো? এরই উত্তরে, যাবে দুটি বালক নিয়ে আসতে, যে দুই জনের মধ্যে একজন আমার অনুল্লভ মৃত্যুরূপে রচিত হয়েছে। বৈকুণ্ঠ সংশ্রায়ঃ—বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাদের দ্বারা দুটি বালক সৃষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে একজন আমার নি ‘নিতরাং’ অনুল্লভ মৃত্যুরূপে সৃষ্ট হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে আমার কি করণীয়? তাবানয়—একই প্রযত্নে দুজনকে নিয়ে এস। —অক্রুরকে প্রবর্তিত করার জন্য রামকৃষ্ণের বিষ্ণু গোপন করা হল। নন্দাদি ব্রজজনের সঙ্গে নিয়ে এস, নতুবা শঙ্কায় তারা একা আসবে না, এরূপ ভাব। এই নন্দা-দিরও অনিষ্ট করব, এরূপ গৃঢ় হৃষ্টভাব। সাত্ত্বপায়নৈঃ—মৃত্যুদেহ প্রভৃতি ভেট সহ নন্দাদির সহিত নিয়ে এস—এও তাঁদের এরূপ প্রতীতি জন্মানোর জন্য যে, তারা ধনুর্যজ্ঞে যাচ্ছে। জী° ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : তৌ মে মৃত্যুর্নিতরাং সৃষ্টঃ। বৈকুণ্ঠো বিষ্ণুস্তদাশ্রিতঃ ॥ বি° ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ : দেবতাগণের দ্বারা তারা দুইজন আমার ‘নিতরাং’ অনুল্লভ মৃত্যুরূপে সৃষ্ট হয়েছে। বৈকুণ্ঠ সংশ্রায়ঃ—বিষ্ণু আশ্রিত দেবতাগণের দ্বারা। বি° ৩১ ॥

ঘাতয়িস্য ইহানীতো কালকল্লেন হস্তিনা ।
 যদি মুক্তৌ তাতা মাল্লগ্নাতায় বৈদ্যাতোপায়ঃ ॥ ৩২ ॥
 তায়োবিহতায়ান্তপ্তান্ বস্তুদেবপুরোগম্যান্ ।
 তদ্বন্ধুবিহবিষ্যামি দ্বিগ্নিভোজদশাহঁকান্ ॥ ৩৩ ॥

৩২ । অন্বয়ঃ ইহ আনিতৌ [তো] কালকল্লেন হস্তিনা ঘাতয়িষ্যে, যদি ততঃ (হস্তিন সকাশাৎ) মুক্তৌ [তো] বিদ্যাতোপমৈঃ মল্লৈঃ ঘাতয়ে ।

৩৩ । অন্বয়ঃ তয়ো (রামকৃষ্ণয়োঃ) নিহতয়োঃ [সতোঃ] বস্তুদেব (বস্তুদেবপ্রমুখান্) বৃষ্টি-
 ভোজদশাহঁকান্ তপ্তান্ (শোকসন্তপ্তান্) তদ্বন্ধুন্ নিহনিষ্যামি ।

৩২ । ঘুলানুবাদঃ এখানে নিয়ে এসে যমতুল্য হস্তিদ্বারা তাদিকে হত্যা করব । যদি দৈবাৎ হস্তির থেকে বেঁচে যায়, তা হলে বজ্রতুল্য মল্লগণদ্বারা তাদের হত্যা করব ।

৩৩ । ঘুলানুবাদঃ রামকৃষ্ণ নিহত হলে বস্তুদেব প্রমুখ বৃষ্টি ও ভোজ-দশাহঁ বংশজাত তাদের বন্ধুরা শোক-সন্তাপে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন তাদের সুখে বধ করব ।

৩২ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ তচ্চ কিমর্থম্ ? তদাহ—ঘাতয়িষ্য ইতি, ততস্তদা । অতঃ ।
 বাগ্দেরীমতে ত্ যদীহ মধুপূর্ণ্যামানীতো ভবতস্তদা স্বপরাজয়েন তয়োদ্বারান্তঃপ্রবেশোৎসাহবর্দ্ধনতাদ্বিস্তি-
 নৈব দ্বারভূতেন ঘাতয়িষ্যে, রঙ্গান্তঃ প্রাপয়িষ্যামি । অতঃ কালকল্লেন মল্লানাং মম চেত্যর্থঃ ।
 ততস্তদনন্তরঃ মুক্তৌ স্বমুক্তিনিমিত্তং পূর্ববন্ধুল্লৈরেব দ্বারভূতৈর্ঘাতয়ে স্ব-সমীপমপি প্রাপয়িষ্যামি ; অতো
 মম মুক্তিহেতুত্বাৎ বৈদ্যাতোপমৈঃ ক্রমমুক্তিমার্গেনেতভগবৎসম্বন্ধিদিব্যপুরুষোপমৈরিতি ॥ জী° ৩১ ॥

৩৩ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ এদের এনে হবেটা কি ? এরই উত্তরে, ঘাতয়িস্য—
 বিনাশ করব । ততঃ—তদা । [শ্রীধর—কালকল্লেন—মৃত্যুতুল্য । বিদ্যাতোপায়ঃ—বজ্রতুল্য ।]
 সরস্বতী মতে অর্থ এরূপ—তুমি যদি তাঁদিকে এই মধুপুরে নিয়ে আস, তা হলে নিজ পরাজয় হেতু
 তাদের দ্বারদেশের ভিতরে প্রবেশের উৎসাহ বর্ধনের জন্য দ্বারভূত হস্তির দ্বারা ‘ঘাতয়িষ্যে’ [ঘাত=
 হত্যা=নাশ=অন্ত=ভিতরে—অভিধান জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস] রঙ্গভূমির ভিতরে প্রবেশ করাব ।
 অতঃপর কালের ‘কল্প’ নিয়মে মল্লদের ও আমার বিনাশ করাব । তাতা—অতঃপর মুক্তৌ—নিজ
 মুক্তির নিমিত্ত বৈদ্যাতোপায়ঃ—ক্রমমুক্তিমার্গ নেতা ভগবৎসম্বন্ধী দিব্য পুরুষতুল্য দ্বারভূত মল্লের দ্বারা
 উচ্চাসন-সমাসীন নিজের নিকটে আনাব । জী° ৩২ ॥

৩২ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ বৈদ্যাতোপমৈরশনিতুল্যৈঃ ॥ বি ৩২ ॥

৩২ । শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকানুবাদঃ বিদ্যাতোপায়ঃ—বজ্রতুল্য ॥ বি ৩২ ॥

৩৩ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ নহু তদ্বন্ধুভাঃ স্বানিষ্টাচ্ছক্কে, তত্রাহ—তয়োরিতি দ্বাভ্যাম্ ।
 তদ্বন্ধুন্ তৎস্বহৃদৌ বস্তুদেবাদীনপি হনিষ্যামি । নহু কথং তয়োঃ পূর্বমেব ন হনিষ্যসি চেত্তত্রাহ—তয়ো

উগ্রাসনঞ্চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যাকামুকম্ ।

তদ্ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চাতো বিদ্বিষো মম ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চয়া মহী ভবিত্রী বষ্টককটকা ॥ ৩৫ ॥

জরাসন্ধো মম গুরুদ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ।

শল্পরো বরাকো বাণো যাম্যাব কৃতসৌহদাঃ ।

তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥ ৩৬ ॥

৩৪। অন্বয়ঃ : রাজ্যাকামুকং স্থবিরং পিতরং উগ্রসেনং চ তদ্ভ্রাতরং দেবকং চ যে চ অশ্বেমম বিদ্বিষঃ (শত্রবঃ) [তিষ্ঠন্তি তান্ সর্বান্ নিহনিষ্যামি ।]

৩৫। অন্বয়ঃ : [হে] মিত্র, ততঃ চ এষামহী নষ্টককটকা ভবিত্রী (ভবিষ্যতি) ।

৩৬। অন্বয়ঃ : জরাসন্ধ মমগুরুঃ, দ্বিবিদঃ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সখা, শল্পরঃ নরকঃ বাণঃ ময়ি এব কৃতসৌহদাঃ। অহং তৈঃ (জরাসন্ধঃ প্রভৃতিভিঃ সহায়ভূতৈঃ) সুরপক্ষীয়ান্ নৃপান্ হত্বা মহীং ভোক্ষ্যে ।

৩৪। মূল্যাবাদঃ : রাজ্যাকামুক বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তার ভাই দেবক এবং অন্য যে সকল তাদের পক্ষপাতী আছে, তাদের সকলকে পরে হত্যা করব ।

৩৫। মূল্যাবাদঃ : ওহে বন্ধু, তা হলেই অতঃপর এই পৃথিবী আমার পক্ষে নিষ্কটক হবে ।

৩৬। মূল্যাবাদঃ : জরাসন্ধ আমার শ্বশুর, দ্বিবিদ নামক বানর আমার প্রিয় সখা, শল্পর-নরক-বাণ প্রভৃতি অসুরগণ আমার সহিত সৌহার্দভাবে আবদ্ধ । তাদের সাহায্যে আমি সুরপক্ষীয় কৌরবাদি রাজগণকে বধ করে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করব ।

নিহতয়োঃ সত্যোন্নতগুণেব সত ইতি ক্রোধাতিশয়ো দর্শিতঃ । বাগ্‌দেবীমতে তু মুক্তো তয়োঃ প্রাপ্তয়োঃ সত্যোন্নতগুণেব প্রাপ্যামি, অব্যভিচারাদিত্যে ভাবঃ । জী°৩৩ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : আচ্ছা, রামকৃষ্ণের বন্ধুগণের থেকে নিজের অনিষ্ট আশঙ্কা আছে না-কি । এরই উত্তরে, তয়োর্নিহতয়োঃ ইতি । তদ্বন্ধুব্— রামকৃষ্ণের সহৃদ বন্ধুদেবাদিকে হত্যা করব । আচ্ছা, পূর্বেই তাদিকে হত্যা করে ফেলছো না কেন ? এরই উত্তরে, তয়োর্নিহতয়োঃ —এরা দুজন নিহত হলে সহৃদেবরা তপ্তাব্— শোক সন্তাপে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন সুখে বধ করব ।— এইরূপে ক্রোধাতিশয় দেখান হল । সরস্বতী মতে তাদিগের প্রাপ্তিতে তাদের বন্ধুদের নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, এরূপ ভাব । জী°৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্মবাত্‌ টীকাঃ : তয়োর্নিহতয়োঃ সত্যোঃ । বি°৩৩ ॥

৩৩। শ্রীবিষ্মবাত্‌ টীকাবুবাদঃ : তয়োর্নিহতয়োঃ— তারা দুজন নিহত হলে । বি° ৩৩ ॥

এতজ্জাহ্নবায় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্তকৌ ।

ধনুর্মথনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। অন্নয়ঃ : এতং জাহ্না ক্ষিপ্রং ধনুর্মথনিরীক্ষার্থং [তথা] যদুপুরশ্রিয়ং দ্রষ্টুং অর্ভকৌ রামকৃষ্ণৌ [ইহ] আনয়।

৩৭। স্মৃণাবুবাদঃ : আমার এই প্রয়োজন বুঝে ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরের শোভা দর্শনচ্ছলে তাঁদের দুজনকে এখানে নিয়ে এস।

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : অন্যে চ তৎপক্ষপাতিনঃ ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : আন্যে চ—তাদের পক্ষপাতী জনদের। জী° ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : যে চান্যোতাংশ ॥ বি ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ : যে চান্যে—অন্য যে সকল আমার শত্রু তাদিগকেও। জী° ৩৪ ॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : তত ইত্যর্ককং, নম্ভহমপি ভোজেষু কিং তবন্ধুঃ? নেতাংহ—হে মিত্রৈতি, বন্ধু মম হিতকারী, অতস্তাং প্রতি পৃথ্বীমপি বিভজেয়মিতি ভাবঃ। জী° ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : আচ্ছা আমিও তো ভোজবংশ, তবে কি রামকৃষ্ণেরই বন্ধু হলাম? না-না, এই আশয়ে বলা হল হে মিত্র—তুমি তো আমার হিতকারী। অতএব তোমার সঙ্গে পৃথিবী ভাগ করে নিব, একরূপ ভাব। জী° ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : জরেতি সার্বকম্; সুরপক্ষীয়ান্ নৃপান্ কৌরবাদীন, বাগ্দেরী-মতে তু মহীং ভোক্ষ্য ইতি মুক্তৌ সর্বানন্দান্তর্ভাবাৎ ॥ জী ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : জরাসন্ধো—ইত্যাদি ১৫ শ্লোক। সুরপক্ষীয়ান্, নৃপান্, —কৌরবাদি। মহীং ভোক্ষ্য—পৃথিবী ভোগ করব—সরস্বতী মতে সর্বানন্দ লাভ করব, যা মুক্তির মধ্যে অন্তর্ভূত আছে। জী ৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাঃ : নহু, কথং নষ্টকণ্টকা স্রাজ্জরাসন্ধাদীনাম্ বিচ্যমানতাদেব তত্রাহ, —জরেতি। গুরুঃ শ্বশুরঃ ॥ বি ৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিষ্ণুনাথ টীকাবুবাদঃ : পূর্বপক্ষ, জরাসন্ধাদি থাকতে পৃথিবী নষ্ট-কণ্টক হবে কি করে? এরই উত্তরে, জরাসন্ধ আমার গুরু—শ্বশুর। বি° ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ : অর্ভকাবিত্তি তয়া প্রত্যায্য তাবানেতুং শক্যাবিত্তি ভাবঃ। তৎপ্রকারং শিক্ষয়তি—ধনুরিতি। বহোভ্যস্তত্রাপ্যভ্যর্কেভ্যো যজ্ঞোৎসব-পুরীশোভাদর্শনং নিতরাং রোচেতেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রীহরিবংশে—‘বাচ্যশ্চ নন্দগোপো বৈ করমাদায় বার্ষিকম্। শীঘ্রমাগচ্ছ নগরং গোপৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতঃ ॥ কৃষ্ণ-সঙ্ঘর্ষণৌ চৈব বহুদেবসুতাবুর্ভৌ। দ্রষ্টুমিচ্ছতি কংসো বৈ সভৃত্যঃ সপুত্রোহিতঃ ॥ এতৌ যুদ্ধবিদৌ রঙ্গে কালনির্ব্বাণযোধিনৌ। দৃষ্টৌ চ কৃতিনৌ চৈব শৃণোম্যব্যাহতোত্তমৌ ॥ অস্মাকমপি

শ্রীঅক্রুর উবাচ ।

রাজন্ মনীষিতং সধক্ তব দ্বাবদ্যমার্জনম্ ।

সিন্ধ্যাসিন্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্ভবং হি ফলসাপ্রবম্ ॥৩৮॥

৩৮ । ভগ্নয়ঃ শ্রীঅক্রুরঃ উবাচ, — [হে] রাজন্, তব স্বাবদ্যমার্জনম্ (‘স্ববাদা’ মরণং, তস্য পরিহারঃ) মনীষিতং (বিচারিতং), [কিন্তু] সিন্ধ্যাসিন্ধ্যোঃ (লাভালভয়োঃ) সমং কুর্যাদ্ভবং হি (যস্মাৎ) দৈবং (ভাগ্যম্) [এব] ফলসাপ্রবম্ (ফলশ্চ নিষ্পাদকং ভবতি) ।

৩৮ । মূলানুবাদঃ শ্রীঅক্রুর বললেন—হে রাজন্! আপনি নিজ মৃত্যু এড়ানোর সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করেছেন বটে, কিন্তু তার সিদ্ধি অসিদ্ধি বিষয়ে সমভাবাপন্ন হয়েই কার্য করতে হবে, কারণ দৈবই ফল সাধক ।

মল্লো বো সর্জো যুদ্ধকতোংসবো । তাভ্যাং সহ নিযোংস্ত্রো তৌ যুদ্ধকুশলবুভৌ ॥ দ্রষ্টব্যৌ চ ময়াবশ্যং বালৌ তাবমরোপমৌ । পিতৃষস্তুঃ স্ত্রুতৌ মুখ্যৌ ব্রজবাসৌ বনেচরৌ ॥ বক্তব্যঞ্চ ব্রজে তস্মিন্ সমীপে ব্রজবাসিনাম্ । রাজা ধনূর্মখং নাম কারয়িত্বাতি বৈ সুখী ॥ সন্নিকৃষ্টে প্রজাস্ত্র নিবসন্ত যথাস্থম্ । জনস্ত্রামস্ত্রিতস্ত্রার্থে যথা স্ত্রাং সর্বমব্যয়ম্ ॥ পারসঃ সর্পিষশ্চৈব দগ্নৌ দধ্বান্তরস্ত চ । যথা-কামপ্রদানায় ভোজ্যাধিশ্রয়ণায় চ ॥ ইতি ॥ জী৩৭ ॥

৩৭ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ অর্ভকৌ ইতি—নেহাংই বালক । তুমি প্রতারণা করে তাদের এখানে নিয়ে আসতে পারবে, এরূপ ভাব । কি করে প্রতারণা করবে সেই কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি, ধনুরিতি—ধনুর্যজ্ঞের কথা বলে নিয়ে এস । তারা বনবাসী, তাতে আবার বালক হওয়া হেতু যজ্ঞোংসব ও যদুপুর শ্রিয়ম্—যদুপুর শোভা দর্শন তাদের অত্যন্ত রুচিকর, এরূপ ভাব । শ্রীহরিবংশেও এরূপ দেখা যায়, যথা—“অক্রুরকে ব্রজে গিয়ে নন্দগোপকে যা বলতে হবে—বার্ষিক কর নিয়ে শীঘ্র সহরে চলে আস, গোপ সকলকে সঙ্গে করে । আমি (কংস) সভ্যতাপুরোহিত বসুদেব-স্ত্রুত কৃষ্ণসঙ্কর্ষণ উভয়কেই দেখতে ইচ্ছুক । গুনেছি, তারা উভয়েই যুদ্ধনিপুণ, মল্লভূমিতে মৃত্যুমুক্ত-যোদ্ধা, স্থির, কৃতী ও অবাধ উত্তমী । আমাদেরও মল্লযুদ্ধ উৎসব উপলক্ষে দুইজন মল্ল সজ্জিত হয়েই আছে । এদের সহিত সেই যুদ্ধনিপুণ দুভাইকে লাগিয়ে দিব মল্লযুদ্ধে । আমার বড় সাধ হচ্ছে, পিতার ভগিনীর পুত্র সেই দেবতাতুল্য, ব্রজবাসী, বনেচর বালক দুজনকে একবার দেখি । ব্রজবাসিদের কাছে বলতে হবে—সুখী রাজা ধনূর্মখ নামক যজ্ঞ করবেন । সেখানে এক নিকট স্থানে প্রজারা ছাউনি ফেলে যথাস্থে থাকুন । নিমন্ত্রিত জনদের জন্ত পায়স, যূত, দধি ক্ষীরাদি সব কিছু যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, যথা ইচ্ছা দেওয়ার জন্ত এবং ভোজ্য রান্নার জন্ত । জী°৩৭ ॥

৩৭ । শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকাঃ ইদং রহস্যতত্ত্বং ন বাচ্যং বাচ্যস্তেতদিত্যাহ—ধনুরিতি । বি°৩৭ ॥

৩৭ । শ্রীবিষ্মবাত্ম টীকানুবাদঃ তোমাকে যে বললাম, এই রহস্যতত্ত্ব কাউকে বল না—বলবে তো এইটুকু, এই আশয়ে ধনূর্মখ ইতি । বি°৩৭ ॥

মনোরথান্ করোত্যাচ্চর্জবো দৈবহতাবপি ।

যুজ্যতে হর্ষশোকাত্যাং তথাপ্যাজ্ঞাং করোষি তে ॥ ৩৯ ॥

৩৯। অন্নয়ঃ জনঃ দৈবহতান্ (দৈব-বিনষ্টান্) অপি মনোরথান্ উচ্চৈঃ করোতি [তত্র] হর্ষশোকাত্যাং যুজ্যতে (যুক্তঃ ভবতি তথাপি তে (তব) আজ্ঞাং করোমি।

৩৯। মূলানুবাদঃ জীব দৈবহত ও কখনও দৈবপালিত মনোভীষ্ট সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হয় বটে, কিন্তু তাতে কখনও শোক কখনও হর্ষ প্রাপ্ত হয়। তথাপি আপনার আজ্ঞা এমন ভাবে আমি পালন করছি, যাতে ভাগ্যবান আপনার হর্ষই হয়।

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ তচ্ছুতা স্বীয়ভগবদর্শন তদ্বারা তন্মারগলক্ষণদীর্ঘস্বাভীষ্ট-যুগলসিদ্ধাশয়া তত্তদর্থমেব স্বীয়-তদাঙ্গীয়তাং প্রখ্যাপয়িতুমিচ্ছয়া চ তচ্ছতং শ্লাঘতে - রাজমিতি দ্বয়েন। সপ্রগিত্যত্র হেতুঃ—হে রাজমিতি। রাজস্তুব দণ্ডনীতিশাস্ত্রানুগামিত্বাদিত্যর্থঃ। ননু ধার্মিকোইয়ং কথং কেবলাং দণ্ডনীতিমনুমোদতে? তস্মাদ্ভেদং কুটবাক্যমেবেত্যাশঙ্ক্য স্বাভিপ্রায়ং গোপয়ন্ তদনুবাদেনাপি শ্লাঘতে। কুর্য্যাৎ বিধিলিঙা ধর্মশাস্ত্র-মতেহপ্যেতাদৃশসঙ্কট প্রতীকারাদৌ প্রযতেত এবত্যর্থঃ। তদুপেক্ষা-য়ামান্নহত্যাং পাপাপত্তেঃ। কিন্তু সিদ্ধাসিদ্ধোঃ সমো হর্ষদুঃখরহিত এব সন্ কুর্যাদিতি বিশেষঃ। সমমিতি পাঠে ক্রিয়াবিশেষণং ভাবমিতি শেষো বা ॥ জী ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ এই কথা শুনে স্বীয় কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণের হাতে কংস বধ, যা অক্রুরের দীর্ঘকালের অভীষ্ট তার সিদ্ধি আশায় এবং সেই প্রয়োজনে কংসের সঙ্গে নিজ আঙ্গীয়তা প্রখ্যাপনের ইচ্ছায় তার উক্তির প্রশংসা করে বললেন—রাজন্ ইতি দুইটি শ্লোকে। সপ্রক্—(বিচার) সমীচীন, কারণ আপনি রাজা, রাজার পক্ষে ‘দণ্ডনীতি’ শাস্ত্র অনুমোদিত। আচ্ছা, অক্রুর তো ধার্মিক ইনি কি করে কেবলমাত্র দণ্ডনীতি অনুমোদন করছেন? এরই উত্তরে, কংস যা কিছু বলল, এ সবই তার কুটবাক্যই এরূপ আশঙ্কায় অক্রুর নিজের অভিপ্রায় গোপন করে উহার কথা অনুবাদের দ্বারাই প্রশংসা করলেন। কুর্য্যাৎ—এ পদটি বিধিলিঙ, ধর্মশাস্ত্র মতেও এতাদৃশ সঙ্কটের প্রতিকারাদিতে বিশেষভাবে যত্ন করাই উচিত, এরূপ অর্থ।—কিন্তু সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম্যং হর্ষদুঃখ রহিত হয়েই করা উচিত, ইহাই বিশেষ এখানে। ‘সমং’ পাঠে অর্থ হবে ভাবং—(এখানে ক্রিয়া বিশেষণ)। জী° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাঃ মনীষিতং সপ্রক্ সম্যক্ স্বাবদ্যং মরণং তন্মার্জনম্। তদপ্যত্র নীতিশাস্ত্রবিধিং শৃণ্বিত্যহ, —সিদ্ধাসিদ্ধোৱিতি। মনীষিতস্ত সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ পুমান্ সমং ভাবমিতি শেষঃ। হি যতো দৈবমদৃষ্টমেব ভদ্রমভদ্রং বা ভাবয়তি করোতীতি তং। বি° ৩৮ ॥

৩৮। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকাবুবাদঃ মনোযিতং—বিচারিত সপ্রক্—সম্যক্ প্রকারে স্বাবদ্যং—মরণ মার্জনম্,—তার পরিহার। তা হলেও এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্র বাক্য শোন। এই আশয়ে—‘সিদ্ধাসিদ্ধোঃ ইতি’ যা বিচার করে স্থির করা হল, সে বিষয়ে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম্যং—সমভাব। হি—

যেহেতু দৈবং— অদৃষ্টই শুভ-অশুভ স্থির করে থাকে ও ফল নিষ্পাদক হয়ে থাকে। বি° ৩৮ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা : নিবৃত্তধর্মপরাণামশ্রাকঃ তু তদপি ন কর্তব্যং, কিন্তু সর্বদেবময়স্য রাজ্ঞস্তবাজ্ঞ্যৈব ক্রিয়ত ইতি প্রকারান্তরেণাপি স্বাভিপ্রায়ং গোপয়িতুং তস্মিন্ স্বভক্তিং দর্শয়িতুং চাহ—মন ইতি। অপিশব্দাং কিমুত দৈবোপকৃতান্, তস্মাৎ কৃতেইপি সাম্যভাবে যথাবসরং হর্ষশোকভ্যাং যুজ্যত এব, ন তু নিবৃত্তিবদধিকৃতং সুখমিত্যর্থঃ; যতাপি এবমথাপি তে তবাজ্ঞাং করোমি করবাণীত্যর্থঃ। ভাবিসূচনা চেয়ম্। স্বাবত্তমার্জ্জুনমহুরত্বখণ্ডনং মুক্তিপ্রাপ্তে: কুর্যাদ্ভবানিতি শেষঃ। হি যস্মাদৈবং শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ ঈশ্বর এবাত্র ফলদাতৃ, ন তত্র ভবংস্বাধীনত্বমিতি ভাবঃ। জনো ভবাদৃশঃ। যতপ্যেবমীশ্বর এবাত্র স্বয়ং কর্তা, ন মাদৃশস্তাত্র কিঞ্চিৎকরত্বম্, অথাপি তদানুকূল্যরূপেণ তত্ত্তজজনব্যবহারেণৈব করোমীতি। অত্রারিষ্টবধানন্তরং কংসস্য যাদবান্ প্রতি সাক্ষ্যটপ্রোংসাহনবাধ্যং, শ্রীবল্লভদেবং প্রতি চ নিন্দনং, তথা কংসং প্রতি সাক্ষ্যবৈধিকারঃ। অন্ধকস্য চ বাক্যজাতমিতি শ্রীহরিবংশমতম্। জী° ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাবুবাদঃ : নিবৃত্তধর্মপর আমাদের তো ও ভাবেও করা উচিত নয়, তবে সর্বদেবময় রাজা তোমার আজ্ঞা হেতুই করে দিব কাজটা, এইরূপে প্রকারান্তরেও নিজ অভিপ্রায় গোপন করার জ্ঞাত ও কংসের প্রতি মিজ ভক্তি দেখাবার জ্ঞাত বলছেন—মনোরথান্ ইতি। দৈবহতাবাপি দৈবের দ্বারা হত হলেও—‘অপি’ শব্দে কৈমুতিক ন্যায়—দৈবের দ্বারা উপকৃত হলে যে করবে এতে আর বলবার কি আছে? সুতরাং সাম্যভাবে করলেও যথাবসর হর্ষশোক এসেই যায়। নিবৃত্তিপার জনের মতো সর্বাবস্থায় সুখ আয়ত্তে থাকে না। যদিও এইরূপ তথাপি তে—আপনার আজ্ঞা পালন করব, এদপ অর্থ।—অক্রুর মহাশয়ের এই কথা ভবিষ্যতের সূচনা করছে, যথা—‘স্বাবত্তমার্জ্জুনম্’ আপনি অমুরত্ব খণ্ডন করুন মুক্তিপ্রাপ্তি হেতু। হি—যেহেতু দৈবং—শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণ ঈশ্বরই এখানে ফলদাতা, এ বিষয়ে আপনার স্বাধীনতাও নেই, এরূপ ভাব। ‘জনঃ’ আপনার মতো ব্যক্তি। যদিও ঈশ্বরই এখানে স্বয়ং কর্তা, মাদৃশ জনের এখানে কিছুমাত্র করণীয় নেই, তথাপি ঈশ্বরের অনুকূল ভাবে তার ভক্ত-জনোচিত ব্যবহারই করব। শ্রীহরিবংশ মতে, একথাগুলি অক্রুরের মুখ দিয়ে বেরিয়েই পরেছে। জী° ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকা : জন্তুনিরুপলোকো নতু ভবানিতি প্রকটোহর্থঃ। বস্তুতস্তত্ত্বং জন্তুরেব পশুনির্বিশেষ ইত্যর্থঃ। দৈবহতান্ অপিকারাদৈবপালিতান্ মনোরথান্ কেরোতি তত্র দৈবপালিতেষু মনোরথেষু হর্ষঃ। দৈবহতেষু শোকঃ তাভ্যাং জন্তুযুজ্যতে যুক্তো ভবতি তথাপি এবমপি তবাজ্ঞাং করোমি যতো ভবাংস্ত ভাগ্যবান্ হর্ষমেব প্রাপ্স্যতীতি প্রকটো ভাবঃ। বস্তুতস্ত তথাপি যতাপি জন্তোমুর্খোস্তবাজ্ঞাং কর্তৃং ন যুজ্যতে তদপি করোমি, তব রাজহান্মম তু হংপ্রজাহাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, অথাপি তব মনোরথাসিদ্ধাবপি মম তু মনোরথঃ সৎস্রতোবেতাজ্ঞাং করোমীতি। বি° ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিতাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।

ষট্ ত্রিংশো দশমমেইধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

এবমাদিশ্য চাক্রুরং যদ্বিংশচ বিসৃজ্য সঃ ।

প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রুরঃ স্নমালয়ম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং

বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ক্রুরসম্প্রপঞ্চং নাম ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

৪০ । অন্নয়ঃ শ্রীশুক উবাচ— সঃ [কংস] অক্রুরং এবং আদিগ্ন মদ্বিংশ চ বিসৃজ্য (সন্ত্যজ্য) গৃহং প্রবিবেশ তথা (এবং) অক্রুরঃ স্ব আলয়ং (স্বকীয়া নিবাসং প্রবিবেশ) ।

৪০ । মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন— কংস শ্রীঅক্রুর মহাশয়কে এইরূপ আদেশ করত মন্ত্রী-দের বিদায় দিয়ে নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন । এদিকে অক্রুরও নিজ গৃহে চল গেলেন ।

৩৯ । শ্রীবিষ্ণুবাথ টীকানুবাদঃ জনঃ— এই পদের বাইরের অর্থ— নিকৃষ্ট লোকেরা, তুমি নও । আসলে তো অন্তর্নিহিত অর্থ—তুমি জন্মই, পশু থেকে অভিন্ন । মনোব্রতান্ দৈবহতাবপি—দৈব হত মনোরথ, ‘অপি’ কার হেতু এরূপ অর্থ হবে—এর মধ্যে দৈবপালিত মনোরথে হর্ষ, আর দৈবহত মনোরথে শোক । — এই দুই-এর দ্বারা নিকৃষ্ট লোকেরা গ্রস্ত হয় । তথাপি তোমার আঞ্জা এমন ভাবে পালন করব যাতে ভাগ্যবান তুমি হর্ষই প্রাপ্ত হও, এইরূপই বাইরের ভাব । বস্তুতঃ যদিও মুমূর্ষু জন্ম তোমার আঞ্জা পালন করা সমীচীন নয়, তবুও করব, কারণ তুমি রাজা, আর আমি তোমার প্রজা । অথবা, তথাপি তোমার মনোরথ ফলবান না হলেও আমার মনোরথ তো পূর্ণ হবেই, তাই আঞ্জা পালন করব । বি°৩৯

৪০ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ স্বগৃহমন্তঃপুরম্ । স্বমালয়ং পুরম্ ॥ জী°৪০ ॥

৪০ । শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ গৃহং— নিজ গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন । স্নমালয়ম্—নিজ পুরে গমন করলেন । জী°৪০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নৃপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছ দীনমণিকৃত দশমে

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

